৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ১২ আশ্বিন – ১৮ আশ্বিন, ১৪৩০ ঃ ৩০ সেপ্টেম্বর – ৬ অক্টোবর, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 50, 30 September - 6 October, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বাড়লো রেলে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের হার।

মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৫০হাজার থেকে হল ৫লাখ এবং আহতদের ক্ষেত্রে ২৫হাজারের জায়গায় আড়াই লাখ। চিকিৎসা শুরু করার জন্যও দেওয়া হবে টাকা।

রবিবার : ভারত–মায়ানমার সীমান্তের এপার ওপারে

১৬ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারীদের ভিসা ছাড়া অবাধে সীমান্ত পেরোনোর সুবিধা প্রত্যাহার করতে কেন্দ্রকে বিধানসভার অনুমোদন সহ চিঠি পাঠালো মণিপুর সরকার।

সোমবার : পুলিশ, নারী পাচার, সাইবার ক্রাইম, বিপর্যয়

সহ বর্তমানে পৃথক সব সরকারি হেল্পলাইনকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। গড়া হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড হেল্পলাইন কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টার।

মঙ্গলবার : পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি ও ওড়িশাকে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পর

অন্তভুক্ত হওয়ার পরামর্শ দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এমনকি তাদের বরাদ্দের অংশ বাড়াতেও রাজি কেন্দ্র। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে যখন আর্থিক টানাটানি চলছে তখন এই আহ্বান তাৎপর্যপূর্ণ।

বুধবার : আগামী পুজো মরশুমে কলকাতার বেহাল রাস্তার

হাল ফেরাতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে চিঠি দিয়েছিল ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃপক্ষ। তাতে কাজ না হওয়ায় এবার চিঠি দিল কলকাতা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার : রাজ্যে পুলিশ কোনস্টেবল নিয়োগের সংশোধিত

প্যানেল বাতিল করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে ২০২২–এর প্রথম তালিকাই বৈধ।

শুক্রবার : কলকাতা হাই কোর্টে তিরস্কৃত হওয়ার পর লিপস

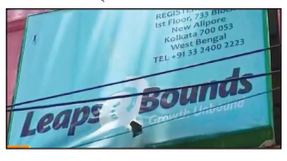

অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির তদন্তে আগামী ৩ অক্টোবর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাবা মা সহ কোম্পানির সিইও অভিষেক ব্যানার্জীকে ডেকে পাঠালো ইডি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সঠিক ম্যানেজমেন্টের অভাবে বাংলায় সফল খলনায়ক ডেঙ্গি

ওঙ্কার মিত্র

চন্দ্রযান, সূর্যযান, সংসদ, রাজ্যপাল, নিয়োগ দুর্নীতি টপকে ভয় আতঙ্কের জানালা দিয়ে রাজ্যবাসীর মনে এখন উঁকি দিচ্ছে ডেঙ্গি। শুধু কলকাতা নয়, সারা রাজ্যে ডেঙ্গি এখন সফল খলনায়কের ভূমিকায়। বিশ্বজোড়া মহামারী কোভিডকেও পিছনে ফেলে দিচ্ছে ডেঙ্গির অভিঘাত। ন্যাশনাল সেন্টার ফর ভেক্টর বোর্ন ডিজিজেস কন্ট্রোল ডেটা অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে গত বছর দেশের সর্বোচ্চ ডেঙ্গি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে ৬৭২৭১ টি এবং কমপক্ষে ৩০ জন মারা গেছে। ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এই মরসুমে প্রায় ৩৮০০০ টি ডেঙ্গুর ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে কলকাতা এবং রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। রাজ্যে ১৩ থেকে ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রায় ৭০০০ কেস নথিভুক্ত করেছে। "সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের ১৫ টি জেলা যেখানে ৩৪৯০৫ টি কেস সনাক্ত করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা, যার মধ্যে দার্জিলিং এবং কালিম্পং পাহাড়ে প্রায় ৩২৭৬ টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। এক আধিকারিক বলেন, উত্তর ২৪ পরগণা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ জেলা (৮৫৩৫ কেস)। এর পরে কলকাতা (৪৪২৭), মুর্শিদাবাদ (৪২৬৬), নদিয়া (৪২৩৩) এবং হুগলি (৩০৮৩)। "উত্তর ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া বাংলাদেশের সাথে সীমানা ভাগ করে, যা ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের সাথে লড়াই করছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আরেকটি সীমান্তবর্তী জেলা ১২৭৬ টি মামলা নথিভুক্ত করেছে। গোটা রাজ্যে মোট আটটি হটস্পট চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদের সুতি, লালগোলা, ভগবানগোলা, নদিয়ার রানাঘাট এবং উত্তর ২৪ পরগনার দক্ষিণ দমদম, বনগাঁ। বিধাননগরেও ডেঙ্গি রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

তবে এইসব পরিসংখ্যানে এ রাজ্যের রাজনীতিকদের তেমন কোনো আগ্রহ নেই। তারা আর দশটা বিষয়ের মত ডেঙ্গি নিয়েও আকচা আঁকচিতে নেমে পড়েছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

জল তথ্য লুটোপুটি খাচ্ছে আদিবাসী গ্রামের ধুলোয়

শক্তি ধর

বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের শুশুনিয়ার কাছে বাগডিহা গ্রামে এক দাওয়ায় বসে কথা হচ্ছিল। এক বাড়ির কর্তা জানালেন, 'আমাদের

সবচেয়ে অভাব পানীয় জলের। গ্রামের ২৫ টা টিউকলের মধ্যে সাত আটটা কোনোরকমে চলছে। তাও কবে বসে যাবে বলা যায় না।' প্রশ্ন করলাম, কেন, আপনাদের এখানে পাইপ কলের জল আসেনি? উত্তর দিল কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়া সংগীতা। বলল, 'পাড়ায় এসেছে। বাড়িতে ঢোকেনি। দিনে দুঘন্টা করে জল আসে, সবাইকে লাইন দিয়ে ধরতে হয়। বাড়িতে সংযোগ দিতে টাকা চাইছে ঠিকাদার।' কর্তাটি এবার সমাধানের পথ দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন, এত কিছুর দরকার নেই। গ্রামে ৩টে পুকুর আছে। সেগুলো সংস্কার করে দিলেই আমাদের প্রয়োজন মিটে যাবে। বারবার বলা সত্বেও সেটুকুও হয়নি।'

ওই গ্রামেরই আদিবাসী পাড়ার নাম মাহালি পাড়া। সেখানে ২৫টা পরিবারের একটা টিউবয়েল। বহুদিন খারাপ ছিল। বিডিও সাহেব উদ্যোগ নিয়ে কয়েকদিন আগে সারিয়ে দিয়েছিলেন। এখন ফের খারাপ হয়ে গিয়েছে। বাগডিহার প্রাথমিক স্কুলের কচিকাঁচাদের দুঘন্টার জলে ভাগ বসান আশেপাশের বাসিন্দারা। টান পড়ে মিডডে মিলের রান্নার জলে।

পাশের গ্রাম রামনাথপুর। বেশিরভাগ তফশীল পরিবারের বাস। একই চিত্র সেখানেও। পাহাড়ের কিছুটা দূরে শুশুনীয়া গ্রাম। তফশীল হলেও অনেকটা স্বচ্ছল। সেখানকার পরিবারগুলির ভরসা পাহাড়ের ঝর্ণার জল। এ শুধু বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চল নয় পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূমের পাহাড়, জঙ্গলবাসীদের পানীয় জলের অধিকার এভাবেই পদদলিত। বর্তমান এই বাস্তব চিত্রের পাশাপাশি সরকারি তথ্যের দিকে তাকালে চমকে উঠতে হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

জল যন্ত্রণায় নাজেহাল মহেশতলাবাসী

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মহেশতলা পুরসভার বেশ কিছু ওয়ার্ডে জল জমে আছে। দীর্ঘ সময় পার হলেও জল নিষ্কাশন হচ্ছে না। গত রবিবার গভীর রাতের বৃষ্টিতে বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এমনিতে তো রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থায় নিত্যযাত্রীরা নাজেহাল হচ্ছেন। তার সঙ্গে জল যন্ত্রণায় এলাকাবাসী বেজায় ক্ষুব্ধ। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্ত পল্লী, শাস্ত্রী রোডের কাছে বাড়িগুলোতে খালের জল ঢুকে পড়ছে। সাপ–ব্যাঙ–পোকা–মাকড়ের উৎপাত বাড়ছে। মেমানপুরে ব্রিজের তলা দিয়ে একটি খাল আছে, যেটি গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। এই খাল দীর্ঘদিন সংস্কার হয়নি। ফলে জল নিষ্কাশন হচ্ছে না। ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর জগতলা এলাকা বছরের অধিকাংশ সময় জলমগ্ন থাকে। ধীরেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠ, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে জল জমে যায়। তার কারণে বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের চিংড়িপোতা এলাকার বিস্তৃর্ণ এলাকায় জেল জমে যায়। এছাড়াও ২৫ নম্বর, ১০ নম্বর, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডেও জল জমে।

ছবি : অরুণ লোধ

এরপর পাঁচের পাতায়

কল সেন্টারের আড়ালে প্রতারণা চক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাটি খুঁড়ে কেউটে বেরোনোর মতো মঙ্গলবার পুলিশি তদন্তে প্রকাশ্যে এল কল সেন্টারের আড়ালে থাকা প্রতারণা চক্র। এই প্রতারণা চক্রের তরফে নামজাদা কোম্পানির নাম ভাঁড়িয়ে মোটা টাকা ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতানোয় এদিন দশজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ সাইবার ক্রাইম

থানার আধিকারিকরা কলকাতার পার্ক স্ট্রিট এলাকা থেকে এই দশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেন। সাইবার ক্রাইম থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস আগে বাগদা থানা এলাকার বাসিন্দা শ্রীনাথ বিশ্বাস নামে প্রতারিত এক ব্যক্তির প্রতারণার অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নামে পুলিশ।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাজি হাবের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

দত্তপুকুর ও এগরার বাজি কারখানার বিস্ফোরণের ক্ষত এখনও দগদগে। এরই মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ মহকুমার চৌবেড়িয়া বাজি হাব তৈরি সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই এলাকাটি গ্রামীণ জনবহুল এলাকা। স্থানীয়দের মন্তব্য, এলাকার অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। একারণেই তারা চান শিল্প হোক। এলাকার অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। একারণেই তারা চান, শিল্প হোক। এলাকার উন্নয়ণে শিল্প অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু তাই বলে বাজি হাব নয়। তাই রাজ্য সরকারের চৌবেড়িয়ার বাজি হাব তৈরির সিদ্ধান্তে বেঁকে বসেছে এলাকার মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দা ঝন্টু বিশ্বাস বলেন, 'বাজি থাকা মানেই বিষয়টা এলাকার পক্ষে ক্ষতিকর। বাজি কারখানা হলে তার যাবতীয় বর্জ্য ফেলা হবে এই পার্শ্ববর্তী নদীতে। এর ফলে মাছগুলো নষ্ট হবে। যার প্রভাব পড়বে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের উপর।' আর এক বাসিন্দা শ্যামল বিশ্বাস বলেন, 'বাজি কারখানায় যাদের চাকরি হবে সেতো স্থায়ী নয়, অস্থায়ী চাকরি। এতে মানুষের কোনও লাভ নেই। ফলে আমরা এখানে বাজি কারখানা নির্মাণের সম্পূর্ণ বিরোধী।'

এরপর পাঁচের পাতায়

ভাগীরথীর তোড়ে বানভাসি হলেও ভেলায় চড়ে দুর্গাপুজো দেখে চর কবিরাজপুরবাসী

দেবাশিস রায়

ভাগীরথীর জলের তোড়েও গ্রামে উমা বন্দনায় ছেদ পড়ে না। ভেলায় চড়েই দুর্গা প্রতিমা দর্শন করে বানভাসি চর কবিরাজপুরবাসী। একাধিকবার ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েও এভাবেই চোখের জলে প্রাণের উৎসবে ভাসতে হয়েছিল গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতাদের। প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রতিবারই শারোদৎসবের মুখে দুর্গম এলাকাবাসীদের আশঙ্কার দোলাচলে ভাসিয়ে রাখে।গত ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুর থেকে প্রমত্তা ভাগীরথী নদীর জলস্তর বাড়তে থাকায় এবারও অজানা আশঙ্কায় ভুগছে সুবিশাল এলাকার শ'পাঁচেক পরিবার। তবে, পরিবেশ প্রতিকূল হলেও বিপর্যস্ত এলাকার বাসিন্দারা এবারও দেবী দুর্গার আবাহনের আয়োজনের কোনও খামতি রাখছেন না। চর কবিরাজপুরে স্থায়ী মণ্ডপে ইতিমধ্যেই দুর্গা প্রতিমা গড়ার কাজ চলছে বেশ জোরকদমেই। যদিও ভাগীরথীর চোখরাঙানি সত্বেও কোনওরকম দুর্যোগ ছাড়া এবারের পুজো

নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হবে বলে এলাকার বাসিন্দা মনোরঞ্জন সরকার, স্মরজিৎ সরকার, জয়ন্ত চক্রবর্তী প্রমুখ অত্যন্ত আশাবাদী।

পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্ত প্রত্যন্ত গ্রাম চর কবিরাজপুর। ভাগীরথী নদী এই জনপদকে বহু বছর আগে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। পাশাপাশি চর বিষ্ণুপুর, চর কালিকাপুর এবং নদিয়া জেলার চর সাধুগঞ্জও একইভাবে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। হাওড়া–কাটোয়া রেলপথে অগ্রদ্বীপ স্টেশন থেকে ৬–৭ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করার পর প্রথমে ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী সুবিধামতো একাধিক খেয়াঘাটে পৌঁছতে হয়। তারপর নৌকোয় নদী পেরিয়ে আরও কিলোমিটার খানেক পথ শেষে মিলবে একের পর এক জনপদ। সুবিশালাকার এই 'দুর্গম' এলাকায় সবমিলিয়ে কম–বেশি হাজার দেড়েক মানুষের বসবাস। প্রতিটি পরিবার কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল।

এরপর পাঁচের পাতায়

বহু ঐতিহাসিক ঘটনার নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও বজবজ শহর আজও হেরিটেজের তকমা পেল না

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার গোবিন্দপুরের নিকটবর্তী শহর বজবজ। আদি অরণ্য ধ্বংস করে ক্রমিক বিবর্তনের ফলে আজ এই শহর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য মূল কলকাতা থেকে দূরবর্তী হলেও ডাক বিভাগের তালিকা অনুসারে বজবজ এখন কলকাতা। এই শহর বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। বহু প্রাচীন নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও বজবজ শহর আজও হেরিটেজের তকমা পেল না।

১৮৮১ সালে বজবজ প্রথম একটি আউট পোস্ট বলে উল্লেখিত হয়। ১৮৯১ এ থানা আছিপুরের পরিবর্তে বজবজ নাম বহাল হয়। ১৯০০ সালে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম চেয়ারম্যান বজবজ জুট মিলের মিঃ ব্যাচিলর।

১৭৫৬ সালে বজবজ যুদ্ধে নবাব সিরাজের সৈন্যরা একটু শক্তি ধরে দৃঢ়তার সঙ্গে ইংরেজদের ফিরিয়ে দিতে পারলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো।

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম সম্মেলনের পর ১৮৯৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলার মাটিতে প্রথম বজবজে পদার্পণ করেন। বজবজ পুরনো রেলস্টেশনে রাত্রিবাস করে পরের দিন শিয়ালদহ অভিমুখে যাত্রা করেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র এই বজবজ। বহুদিন তিনি এখানে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বজবজে অনেক সভা সমিতি করেছেন। বজবজের অদূরে আছিপুরে প্রথম চৈনিক উপনিবেশ গড়েন টং অছু। এখানে একটি বিখ্যাত চাইনিজ টেম্পল আছে। টং অছু থেকেই আছিপুর নামের সৃষ্টি।

বজবজ পুরানো স্টেশনের কাছেই ইংরেজ শিখ সংঘর্ষের সাক্ষী হিসাবে শোভা পাচ্ছে কোমাগাটামারু স্মারক। ১৯৫২ সালে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এই স্মারক উদ্বোধন করেন।

১৯৩৯ সালে বজবজের অদূরে বাটানগরে পরিদর্শনে আসেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এছাড়াও কাজী নজরুল ইসলাম ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বজবজের বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সাধক কমলাকান্তের পূজিতা খুকি কালীর মন্দির আছে হুগলি নদীর তীরবর্তী বজবজ শ্মশান ঘাটের কাছে। অছিপুরের অদূরে মায়াপুরে আছে ইংরেজ আমলের বারুদঘর। এমনই বহু নিদর্শন বজবজের পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষের আক্ষেপ এত ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী সত্ত্বেও বজবজ শহর আজও হেরিটেজের তকমা পেল না। এই প্রসঙ্গে বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, দেখুন একশ বছরের প্রাচীন শহর হলেই যে হেরিটেজ হবে এমন কোনো কথা নয়। তবে হ্যাঁ বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী আমাদের বজবজ। হেরিটেজ তকমার বিষয়টি কিভাবে পাওয়া যায় খোঁজ নিয়ে দেখব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বজবজ পরিচয়– গণেশ ঘোষ

ত্রয়োদশ বর্ষ ধরে তুমি নাই
হৃদয়ের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই

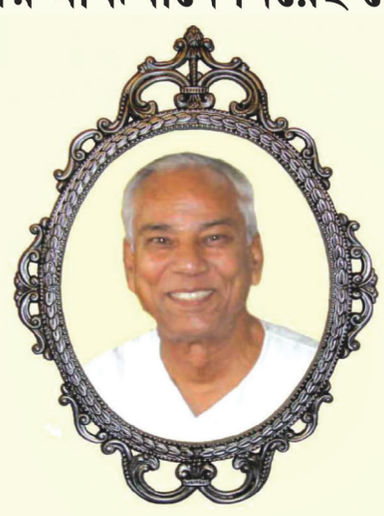

তরুণ ভূষণ গুহ

প্রকট : ১৭ নভেম্বর ১৯৩১
অপ্রকট : ৫ অক্টোবর ২০১০

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
ও আলিপুর বার্তা পরিবার

উত্তরের আঙিনায়

লাগাতার বৃষ্টিপাত সিকিমগামী জাতীয় সড়কে ধস

নিজস্ব সংবাদদাতা : অবিরাম বৃষ্টিতে সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নামে। শ্বেতিঝোরায় রাস্তার একটি অংশ তলিয়ে গেছে। সূত্রে খবর মিলছে, রাস্তাটির জরুরি মেরামতের করার কারণে জাতীয় সড়ক সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই রাস্তায় যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রাস্তা মেরামত না হওয়া পর্যন্ত সিকিম থেকে শিলিগুড়ি, ডুয়ার্স পর্যন্ত ছোট যানবাহনগুলি অন্যান্য রুটে দিয়ে সুবিধামত চলাচল করতে পারবে। তবে এই বিষয়ে আরো জানা গেছে, সিকিম থেকে শিলিগুড়িগামী ভারী যানবাহনের যাতায়াত করবার সময় কাল শুধুমাত্র সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৬টা। শনিবার রাত থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল সহ প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমে

ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রাতভর ভারী বৃষ্টির কারণে সমতলে শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাড়িভাষা, হাতিয়াডাঙা, একতিয়াশালের একাংশ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।

উত্তরবঙ্গেও পদ্মার ইলিশের দাম চড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : এবার উত্তরবঙ্গে প্রবেশ পদ্মার ইলিশের। শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজারে শনিবার পদ্মার ইলিশের দেখা মিলেছে। তবে ইলিশ বলে কথা, নাগাল কি এত সহজে পাওয়া যাবে? দাম শুনলে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। দুই রকম ওজনের ইলিশ প্রবেশ করেছে উত্তরবঙ্গে, এক প্রকারের ওজন ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রাম। আর আরেক প্রকার রয়েছে যার ওজন বেশি। ৭০০-৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের দাম অন্তত ১২০০ থেকে ১৩০০ টাকার আশেপাশে। আর বেশি ওজনের আরও বেশি দাম। মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। এই বিষয়ে বিক্রেতারা জানিয়েছেন বেশি টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। তাই বিক্রি করার ক্ষেত্রেও দামটা বেশি। শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট থেকে গোটা উত্তরবঙ্গে মাছ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। জলপাইগুড়ি কোচবিহার সহ আরো অন্যান্য জায়গায় অল্প কিছু সংখ্যক পদ্মার ইলিশ হয়েছে বলে জানা গেছে।

লাগাতার ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দক্ষিণ দিনাজপুর, বন্যার আশঙ্কা

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর: গত কয়েকদিন ধরে উত্তরবঙ্গ জুড়ে ভারী ও মাঝারি বৃষ্টিপাতের কথা আগেই জানিয়েছিল আবহাওয়া অফিস। সেই পূর্বাভাষ সত্যি প্রমানিত করে টানা বৃষ্টিপাত চলছে উত্তরবঙ্গে। ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। শনিবার থেকে দক্ষিন দিনাজপুর জেলা জুড়ে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। রাতভর চলেছে দফায় দফায় বৃষ্টিপাত। রবিবার সকাল ও ভোর রাত থেকে প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তায় রাস্তায় জল জমে গেছে, এমনকি প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে বাড়ির ভিতরে জল ঢুকতে শুরু করে দিয়েছে। নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের এক কথায় রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, এই বৃষ্টিপাত ২০১৭ সালের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে সেই ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির কথা উসকে দিচ্ছে।

আশঙ্কায় গঙ্গারামপুরের বাসিন্দারা। কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে হাঁটা দায় হয়ে পড়েছে পথচারীদের। পারতপক্ষে কেউ বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন না। ব্যাহত যানচলাচল। অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিশেষ তিনটি নদী আত্রেয়ী, পূর্ণভবা ও টাঙ্গন বিপদসীমার উপর দিয়েই বইছে। গঙ্গারামপুর শহরের নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের সচেতন ও সতর্কভাবে থাকতে বলা হয়েছে পৌরসভার তরফে। যেকোনো রকম বিপদে পাশে রয়েছে গঙ্গারামপুর পৌরসভা বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে। এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টও তৈরি রয়েছে বলে জানান গঙ্গারামপুর পৌরসভার পৌরপিতা প্রশান্ত মিত্র। ইতিমধ্যে গঙ্গারামপুর পৌরসভার ১৮ টি ওয়ার্ডের একাধিক ওয়ার্ড জলমগ্ন, পৌরপিতা বন্যার পরিস্থিতি দেখতে পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। রবিবার সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ডে দেখা গেল

সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে যাত্রীবাহী বাসগুলি। যাত্রী কম থাকায় টোটো অটো ও বাস মালিকরা প্রমাদ গুণছেন। পাশাপাশি এদিন বিভিন্ন দোকান দোকানপাটও বন্ধ ছিল। সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের।

গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা নারায়ন সরকার বলেন, 'গত কয়দিন ধরে টানা ও লাগাতার নিম্নচাপ ভারি মাঝারি বৃষ্টি শুরু হওয়াতে গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে ঠিকই। কিন্তু টানা ভয়াবহ ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রপাতের ফলে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে খুব চিন্তায় রয়েছি আমরা, ফের ২০১৭ সালের কথা মনে পড়ছে। জানিনা কী হবে, ভগবানকে ডাকছি। এদিকে জমিতে জল জমে যাওয়ায় বিপাকে পড়ে গেছেন দক্ষিন দিনাজপুর জেলার কৃষকরা। যারা শাকশব্জির চাষ করেছে তারা ক্ষতির আশঙ্কা করছেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩০ সেপ্টেম্বর – ৬ অক্টোবর, ২০২৩

মেষ রাশি : কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। গুরুজনের স্বাস্থ্যন্নতির সম্ভাবনা। অন্যমনস্কতার দরুণ সাংসারিক কাজকর্মে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা। গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। দ্রব্য হারানো বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : প্রতিদিন গণেশ চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। অর্থিক উপার্জন হলেও অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। ব্যবসায়ে বিনিয়োগে শুভ ফল লাভে বাধা জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। কর্মসূত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ১০৮ বার 'ওঁ হনুমতে নম' জপ করুন।

মিথুন রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা। প্রতিভার বিকাশ। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকলেও তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে শ্রম সত্ত্বেও সুফল লাভে বিলম্ব। তীর্থে ভ্রমণ করার সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : ৪৬ বার 'ওঁ ভাগবতে বাসুদেবায় নম' জপ করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও সাফল্যে বাধা। মান-সম্মান হানির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সমাজ সেবামূলক কর্মে সাফল্য। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। বিবাহে বাধা। মানসিক অবসাদের দরুণ প্রাণায়াম করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার ওঁ দুর্গায় নম জপ করুন।

সিংহ রাশি : স্বামী স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধি। পথে ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করা প্রয়োজন। হস্তশিল্প জাত দ্রব্যে শিল্পী সত্তার বিকাশ। ব্যবসায়ে সাফল্যের সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : আদিত্য হৃদয়ঙ্গম পাঠ করুন।

কন্য রাশি : আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। উঁচু স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যে কোনও সমস্যার সমাধান। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ওঁ বুধায় পাঠ করুন।

তুলা রাশি : সন্তানের লেখাপড়ায় আগ্রহ বৃদ্ধি। ব্যবসায় পুজি বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যার সমাধান। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করে সাফল্যের পথে অগ্রগতি। দেহের নিম্নাংশে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : 'ওঁ রাহবে নম' পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিল্পী সত্তার বিকাশের সঙ্গে উপার্জনের সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : শনিবার শনির যজ্ঞ করুন।

ধনু রাশি : স্বজনের কার্যকলাপে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুকি রয়েছে। বিবাহে বাধা। আইনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু থেকে অব্যাহতি।

প্রতিকার : শনিবার বিকলাঙ্গদের গম দান করুন।

মকর রাশি : স্বজনের অনৈতিক কাজকর্মে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। বন্ধু দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার ভিখারিদের দই-ভাত দিন।

কুম্ভ রাশি : প্রসাধনী দ্রব্যের ব্যবসায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়ার দরুণ কাজকর্ম ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের জন্য আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। জমি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা।

প্রতিকার : ১১ বার ওঁ মন্তে নম জপ করুন।

মীন রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। অর্জিত অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি পেলেও তা থেকে অব্যহতি এবং আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্য। সন্তানের পড়াশোনায় আগ্রহ বৃদ্ধি। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : ১১ বার 'ওঁ কেতবে নম' জপ করুন।

শব্দবার্তা ২৬৬

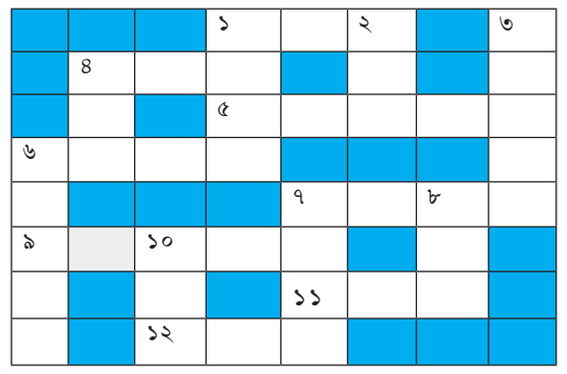

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। কেয়ূর, বাজু প্রভৃতি অলংকার ৪। দীন ৫। অবস্থানন্তর, ভিন্ন অবস্থা ৬। বইয়ের বাঁধাই, ছাপা ইত্যাদির শোভা ৭। বধ, বিনাশ ৯। দামোদর ব্রত ১১। তাঁবুর ঘের বা পরদা ১২। বিষ।

উপর-নীচ

১। কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অনুজ ২। নয়-এর পর ৩। মন্দির ৪। হাতির শত্রু সিংহ ৫। যে ব্যক্তি পত্তন নিয়েছে ৭। সকলের ৮। অবস্থা, দশা ১০। বুদ্ধি।

সমাধান : ২৬৫

পাশাপাশি : ১। অবিচার ৪। জলাধিপতি ৫। দশ বিশ ৭। পরকাল ৯। কতরকম ১০। তদবির।

উপর-নীচ : ১। অনুবাদ ২। রজনীশ ৩। উপজীবিকা ৬। শহরতলি ৭। পরমত ৮। লশকর।

কাজের খবর

৫০ জন ছেলে মেয়ে নেওয়া হবে ফিশারি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্য সরকারের ফিশারি, অ্যাকোয়াকালচার, অ্যাকোয়াটিক রিসোর্সেস ও ফিশিং হারবার বিভাগে কাজের জন্য 'ফিশারি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৫০ জন নেওয়া হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিশ ও ফিশারিজ মেজর বা ভোকেশনাল বিষয় হিসাবে নিয়ে সায়েন্স শাখার ৩ বছরের গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। তপশিলি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ছাড় পাবেন ৫ বছর, ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা (৪০ শতাংশ ও তার বেশি হলে) ১৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরের প্রার্থীরা 'জেনারেল কাস্টের প্রার্থী হিসাবে আবেদন করতে পারবেন। ভালো স্বাস্থ্য ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। গ্রামাঞ্চলে ঘোরাঘুরির কাজে দক্ষতা, সাইকেল বা, মোটর সাইকেল চালানো ও ভালো সাঁতার জানতে হবে। মনোনীত হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিশারি ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং হবে। মূল মাইনে : ৭,১০০ থেকে ৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে হবে ৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ : ৫০টি।

'West Benval Public Service Commission.' প্রার্থী বাছাই করবে। এজন্য প্রথমে প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং টেস্ট হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত সিলেবাস পি.এস.সি কর্তৃপক্ষ পরে জানাবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং 10/2023.

অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে ১১ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : https://wbpsc.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জেপিইজি ফর্ম্যাটে ২০ থেকে ৫০ কেবি'র মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করবেন ২০০ ডিপিআই'তে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করবেন। তারপর স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ২১০ (তপশিলি ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা দিতে হবে। টাকা অনলাএন বা, অফলাইনে দিতে পারবেন। অফলাইনে টাকা দিতে পারবেন পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চালানে, ২ নভেম্বরের মধ্যে। চালান ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। অনলাইনে টাকা জমা দিতে চাইলে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড ও নেট ব্যাঙ্কিংয়ে দিতে পারবেন। এই পদের জন্য বিস্তারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বেরোবে ২৭ সেপ্টেম্বর। তখন বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে।

৮৪,৮৬৬ কনস্টেবল নিয়োগ ৬ কেন্দ্রীয় বাহিনীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ, সশস্ত্র সীমা বল ও সেক্রেটারিয়েট সিকিউরিটি ফোর্স (এস.এস.এফ)'এ কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি), পদে, অসম রাইফেলসে 'রাইফেলম্যান (জেনারেল ডিউটি) পদে ৮৪ হাজার শূন্যপদের জন্য ২৪ নভেম্বর থেকে দরখাস্ত নেওয়া হচ্ছে। ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত দরখাস্ত জমা নেওয়া হবে। আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে প্রার্থী বাছাইয়ের পরীক্ষা হবে। এক বিজ্ঞপ্তিতে স্টাফ সিলেকশন কমিশন দরখাস্ত নেওয়ার তারিখ ও পরীক্ষার সম্ভাব্য মাস ঘোষণা করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারি ২০ সেপ্টেম্বর আরটিআই-এর উত্তরে জানান, সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স এ ৮৪,৮৬৬ জন লোক নেওয়া হবে। এর মধ্যে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে শূন্যপদ আছে ২৯,২৮৩টি, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে ১৯,৯৮৭টি, আইটিবিপি-তে ৪,১৪২টি, সশস্ত্র সীমা বলে ৮,২৭৩টি, সেন্ট্রাল ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে ১৯,৪৭৫টি আর অসম রাইফেলসে ৩,৭০৬টি। এবার এই পরীক্ষার প্রশ্ন হবে বাংলা হিন্দি ও ইংরিজিসহ অন্যান্য ভাষায়।

অন্তত মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। ওবিসি সম্প্রদায়রা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। এছাড়া তপশিলিরা ৫ বছর ছাড় পাবেন। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ১৭০ সেমি ছেলেদের বেলায়। এছাড়া বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮০ সেমি, ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি। মহিলাদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি। মূল মাইনে ২১,৭০০-৬৯,১০০ টাকা। বাছাই প্রক্রিয়া করবেন স্টাফ সিলেকশন কমিশন। 'SSF, Riffleman (GD) in Assam Rifle' examination 2024 and Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs), এর পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে 'কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা (বি.সি.ই) হবে। এই পরীক্ষায় ১৬০ নম্বরের ৮০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (১) পার্ট-এ জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং- ৪০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (২) পার্ট-বি, জেনারেল নলেজ অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ানেস ৪০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (৩) পার্ট-সি : এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স – ৪০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (৪) পার্ট-ডি, ইংরিজি অথবা হিন্দি –২০টি প্রশ্ন ৪০ নম্বরের। সময় থাকবে ৬০ মিনিট। মাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে। কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় সফল হলে 'শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হলে তখন পরীক্ষা করা হবে সব সার্টিফিকেট।

৪৩৯ অফিসার নিয়োগ হবে স্টেট ব্যাঙ্কে

নিজস্ব সংবাদদাতা : স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ইউআই ডেভেলপার বা ব্যাক এন্ড ডেভেলপার ইন্টিগ্রেশন ডেভেলপার/ ওয়েব অ্যান্ড কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট/ডাটা অ্যান্ড রিপোর্টিং/ অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার/ম্যানুয়াল সিট টেস্টার/ অটোমেটেড সিট টেস্টার/ইউ.এক্স ডিজাইনার অ্যান্ড ভি.ডি) ইত্যাদি পদে ৪৩৯ জন লোক নিচ্ছে।

কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রি (বি.ই বা বি. টেক) কিংবা ওইসব শাখার এমএসসি কোর্স পাশ কিংবা এমসিএ কোর্স পাশরা যোগ্য। সবক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ৩০-৪-২৩ এর হিসাবে ৩২ বছরের মধ্যে। সবপদের বেলায় সংশ্লিষ্ট শাখার ওপর ২ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মূল মাইনে ৩৬,০০০-৬৩,৮৪০ টাকা। শূন্যপদ : অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ইউ ডেভেলপার) পদে ২০টি (জেনা ঃ

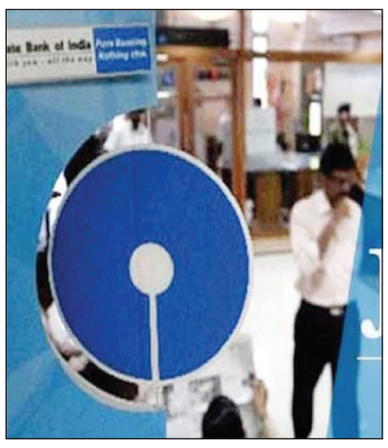

৯, ই. ডব্লু. এস ২, ওবিসি ৫, তঃজঃ ৩, তঃউঃজঃ ১) অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ব্যাক অ্যান্ড ডেভেলপার) পদে ১৮টি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ১৭টি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ১৪টি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ২৫টি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে (ম্যানুয়াল সিট টেস্টার) পদে ১৪টি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ৮টি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ৬টি। এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেডে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ডেপুটি ম্যানেজার, ম্যানেজার ইত্যাদি পদেও লোক নেওয়া হচ্ছে।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। এরপর হবে ইন্টারভিউ। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৬ অক্টোবর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে-https://bank.sbi/careers, https://sbi.co.in/careers এজন্য বৈধ একটি মেল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীদের এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করতে হবে। ১) বুড়ো আঙুলের ছাপ, (২) পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করবেন। তারপর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করবেন। এবার পরীক্ষা ফি বাবদ ৭৫০ টাকা (তপশিলি ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দিতে। টাকা জমা দিতে পারবেন ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিয়ে। টাকা জমা দেওয়ার আগে অনলাইনে টাকা জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

ভ্রমণে আতঙ্ক মোশন সিকনেস

ডা: মানস কুমার সিনহা

দুর্গাপুজো আসতে আর বেশি দেরি নেই। ভ্রমণপিপাসু বাঙালির হোটেল, টিকিট বুকিং শেষ। এখন শুধু অধীর অপেক্ষা কবে সেই ছুটির ভ্রমণের দিনটি আসে। তবে এরই মধ্যে যারা মোশন সিকনেসে ভোগেন তারা কিন্তু মনের ভিতর এক আতঙ্ক নিয়ে বসে আছেন। আবার ভ্রমণের সময় মোশন সিকনেসে আক্রান্ত হবেন না তো! এতে যে শুধু নিজের আনন্দই নষ্ট হয় তা নয় এর প্রভাব সমস্ত গ্রুপের উপরই পরে। ভ্রমণের আনন্দটা নষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেক পরিবারেই এক আধজন থাকবেনই যারা এই মোশন সিকনেসে আক্রান্ত হন।

মোশন সিকনেস কি

আমাদের অনেকেরই বিশেষ করে দূর পাল্লা যাত্রাকালীন এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে মাথা ঘোরা আর বমির সমস্যা তো খুবই পরিচিত। অনেকের নিজের গাড়িতে, বাস-ট্রেন এমনকি উড়োজাহাজেও ওই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি লিফটে ওঠা নামার সময় অনেকে মোশন সিকনেসে আক্রান্ত হন।

মোশন সিকনেস কেন হয়

আমরা যখন কোন যানবাহনে চড়ি তখন যানবাহন গতিশীল হলেও আমাদের দেহ স্থিতিশীল থাকে। আমাদের দেহের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের মস্তিষ্ক ও চোখ এবং কানের ভিতরে অংশের এক সামঞ্জস্যতা জরুরী। কিন্তু যানবাহন গতিশীল এবং দেহ স্থিতিশীল হওয়ার ফলে এই তিনটি অঙ্গের সাংকেতিক সামঞ্জস্যতার ভারসাম্যই শুধু নষ্ট হয় না বরং এক সাংকেতিক সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তার ফলেই আমরা বিভিন্ন উপসর্গের সম্মুখীন হয়ে থাকি।অনেকের ক্ষেত্রে এই উপসর্গ অত্যন্ত প্রকট হয়। একেই মোশন সিকনেস বলা হয়।

মোশন সিকনেসের লক্ষণ গুলি কি

* বমি ভাব বা বমি হওয়া।
* মাথা ঘোরা।
* শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট।
* শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারা।
* ঘাম হওয়া।
* শরীরে অস্বস্তি বা ঝিমুনি ভাব।

মোশন সিকনেস আটকানোর উপায় :

সাধারণত এই রোগের প্রভাব মারাত্মক হয় না। তবে কিছু আগাম ব্যবস্থা নিলে এর কিছুটা প্রতিকার সম্ভব।

* একটানা ভ্রমণ না করে মাঝে মাঝেই ছোট ছোট বিরতি নিন। নিজের গাড়িতে এটা সম্ভব।
* যানবাহনের সামনে বা খোলা জানালার পাশে বসুন।
* গাড়ির গতি যেদিকে সেদিকে মুখ করে বসা অর্থা উল্টো মুখী না বসা।
* আকাশের দিকে তাকিয়ে যাওয়া।
* সম্ভব হলে ঘুমিয়ে নেওয়া।
* যানবাহন চলাকালীন বই না পড়া বা মোবাইল দেখা বন্ধ রাখা।
* গান শোনা।
* ভর পেট খেয়ে বা খালি পেটে না থেকে হালকা শুকনো খাবার খেয়ে ভ্রমণ করা।
* মুখে আদা, চুইংগাম ইত্যাদি কিছু রাখা।

এই সমস্ত পদ্ধতির পরেও যাদের মোশন সিকনেস এর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় তাদের পক্ষে চিকিৎসকের পরামর্শে কিছু বমির ওষুধ পাওয়া যায় তা যাত্রা শুরুর ঘন্টাখানেক আগে খেয়ে নিলে উপসর্গ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। হয়।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

ডেঙ্গি নিয়ে উদ্বিগ্ন বিধায়ক পরিদর্শন করলেন হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেঙ্গির পরিস্থিতি দেখতে রবিবার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। এদিন হাসপাতালে ঢুকেই তিনি দেখতে পান হাসপাতালের সর্বত্র ব্লিচিং ছড়ানো হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে। এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখেই বিধায়ক উষ্মা প্রকাশ করে হাসপাতা কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে বলেন, হাসপাতালে আমরা আসবো বলেই কি ব্লিচিং ছড়ানো হয়েছে?একদিনের জন্য পরিষ্কার করে দেখানোর প্রয়োজন নেই। সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। বিধায়কের এমন কথা শুনে রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনেরা জানিয়েছেন,বিধায়ক ঠিকই বলেছেন।লোক দেখানো ব্লিচিং ছড়ানো হয়েছে একদিনের জন্য।যখন কোন ব্যক্তি হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন তখনই ব্লিচিং ছড়ানো হয়। এদিন বিধায়ক পরেশ রাম দাস সমগ্র ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বর এবং রোগীদের ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন।ডেঙ্গি আক্রান্তদের সঙ্গে কথাও বলেন।হাসপাতালের পরিষেবা যাতে আরো ভালো হয় সেই বিষয়টি নজর দেওয়ার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেন। বিধায়ক পরেশরাম দাস জানান, হাসপাতালে রোগীরা যাতে ভালো পরিষেবা পায় এবং হাসপাতাল চত্তর যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং ডেঙ্গি আক্রান্তদের আলাদা ওয়ার্ড যাতে করা যায় সেই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাসপাতাল সুপারকে বলা হয়েছে।

এছাড়াও ক্যানিংয়ের ১০ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে ডেঙ্গি মোকাবিলার জন্য আমরা সমস্তরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। স্বামস্থ্যকর্মী,অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন।মশার লার্ভার উৎস খুঁজে বের করে তা নির্মূল করার কাজ করছেন। উল্লেখ্য চলতি বছরে ক্যানিং মহকুমা এলাকায় ১২১ জন আক্রান্ত হয়েছেন।বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ১৮ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগী ভর্তি রয়েছেন বলে জানিয়েছে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল সুপার সুরেশ সরদার। এদিন বিধায়কের সঙ্গে পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক প্রতিক সিং,ক্যানিং ১ বিডিও শুভঙ্কর দাস,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস,পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অরিত্র বসু,দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত প্রধান শিলাদিত্য রায় সহ অন্যান্যরা।

দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার নারী পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে দিল্লী থেকে এক নারীপাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ হেতলা। বাড়ি মালদা জেলার রায়গঞ্জে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় ১০ বছর আগে বাসন্তী থানার সোনাখালির সাহেবা খাতুনের সঙ্গে মহম্মদ হেতলা'র বিয়ে হয়। সেই সূত্রে হেতলা বাসন্তীতে যাতায়াত করত। সেখানে সৈদুল ও জলিল নামে দুই যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। মহম্মদ হেতলা আদতে মালদা জেলার রায়গঞ্জের বাসিন্দা হলেও আগে দিল্লীর বিন্দাপুর থানার নান্নি পার্ক এলাকায় থাকতো। গত ১ সেপ্টেম্বর ক্যানিংয়ের এক মহিলা নিখোঁজ হয়। সেই মহিলাকে ফুসলিয়ে নিয়ে যায় সৈদুল ও জলিল। তারা মহিলাকে পাচার করে মহম্মদ হেতলার হাতে তুলে দেয়। ঘটনার দিন ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নিখোঁজ মহিলার পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে ক্যানিং থানার পুলিশ। ফোনের সূত্র ধরে ক্যানিং থানার এসআই গৌতম সাহার নেতৃত্বে পুলিশ টিম দিল্লীর বিন্দাপুর থানার নান্নি পার্কের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় গত ১৭ সেপ্টেম্বর। গত ২০ সেপ্টেম্বর নিখোঁজ মহিলাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। পাশাপাশি পাচারকারী মহম্মদ হেতলাকে গ্রেপ্তার করে ক্যানিংয়ে আনা হয়। ধৃতকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। অন্যদিকে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচার চক্রে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে তার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কনস্টেবল গ্রেপ্তারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার রামপুরহাট থানার কনস্টেবল মনজিত বাগীশ। ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দুর্নীতি দমন শাখার হাতে গ্রেপ্তার মনজিত বাগীশ দেড়বছর ধরে রামপুরহাট থানায় কর্মরত কনস্টেবল ছিল। তার আগে ছিল হাওড়া থানায়। দুর্নীতি দমন শাখার কর্তারা তাকে ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাতেই গ্রেফতার করে নিয়ে চলে যায় কলকাতা। জানা গেছে তার সম্পত্তির পরিমান ৭৬ লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট ও দশ লক্ষ টাকার জীবনবিমা।

ট্রেকারের ধাক্কায় মৃত্যু বাইক চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রেকারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক চালকের। মৃতের নাম পরমেশ্বর অধিকারী (৪২)। ঘটনায় আহত হয়েছেন মৃতের স্ত্রী টুকটুকি অধিকারী। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা পঞ্চায়েতের ক্যানিং– গোলাবাড়ি রোডের হবির মোড় সংলগ্ন এলাকায়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, ইটখোলা পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি সংলগ্ন দক্ষিণ ইটখোলা গ্রামের বাসিন্দা পেশায় গ্রামীণ চিকিৎসক পরমেশ্বর অধিকারী। স্ত্রী টুকটুকি অধিকারীকে নিয়ে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় পিছন থেকে একটি ট্রেকার ও একটি অটো রেশারেশি করে গোলাবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। আচমকা ট্রেকারটি সজোরে বাইক এ ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন সস্ত্রীক ওই গ্রামীণ চিকিৎসক। অন্যদিকে সুযোগ বুঝে ট্রেকার চালক ট্রেকার ফেলে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি জখম দুজনকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য গ্রামীণ চিকিৎসককে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষনা করেন। গ্রামীণ চিকিৎসকের মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছালে শোকের ছায়া নেমে আসে।

কামরাবাদ হাই স্কুলে চন্দ্রবোড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা সোনারপুর কামরাবাদ হাই স্কুল চলাকালীন স্কুলের ভিতর থেকে ৬ ফুট চন্দ্রবোড়া সাপ উদ্ধার করলেন বন দপ্তরের কর্মীরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বনদপ্তরকে খবর দিলে, তৎপরতার সঙ্গে এসে সাপটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এর জেরে স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরা আতঙ্কের মধ্যে কাটায় প্রায় দুঘন্টা। অভিভাবকর মহলেও খবর পাওয়ার পর আতঙ্ক তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদে অভিযোগ আশেপাশের এলাকা দীর্ঘদিন ধরে ঝোপ, জঙ্গলে গর্ত হয়ে থাকলেও। প্রশাসনের কোন রকম তৎপরতা নেই।

শ্মশানেও শান্তি নেই, অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করায় বেধড়ক মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: অসামাজিক কাজ আর মদ পানের প্রতিবাদ করেছিলেন।প্রতিবাদ করতেই বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল জনাকয়েক দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে।ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন শ্মশানের ডোম গোবিন্দ সরদার। গোবিন্দ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মাতলা ব্রীজ সংলগ্ন বৈতরণী মহাশ্মশান রয়েছে। দুরদূরান্তের মানুষজন ওই মহাশ্মশানে মৃতদেহ নিয়ে আসেন দাহ করার জন্য।সেখানে ডোমের কাজ করেন গোবিন্দ সরদার।গত কয়েকদিন আগে কয়েকজন যুবক যুবতি শ্মশানের পুকুরে বসে মদ পান করছিল। পাশাপাশি অসামাজিক কাজে মত্তছিল।মহাশ্মশানে শান্তি বিরাজ করার কথা। সেই মহাশ্মশানের মধ্যে এমন অসামাজিক কাজকর্ম দেখে সহ্য করতে পারেননি গোবিন্দ। তিনি প্রতিবাদ করেন। মহাশ্মশানে এমন অসামাজিক

কাজ করতে নিষেধ করেন। অভিযোগ, রবিবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ ওই যুবক–যুবতীরা শ্মশানের মধ্যে ঢুকে গোবিন্দকে লাঠি,লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে গোবিন্দর। চিৎকার করলেও মহাশ্মশানে কেউ না থাকায় সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি।পরে শ্মশানের অপর এক কর্মী গোবিন্দকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

গোবিন্দ সরদার জানিয়েছেন, 'বৈতরণী শ্মশানের মধ্যে অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত হয়েছি। বর্তমানে আতঙ্কে রয়েছি।ক্যানিংয়ের বৈতরণী মহাশ্মশানে কোন নিরাপত্তা নেই।নেই কোন সিসি ক্যামেরা। মহাশ্মশান একটা পবিত্র স্থান। সেখানে যদি অসামাজিক কাজকর্ম চলতে থাকে,তাহলে শান্তি কোথায়?ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ককে জানিয়েছি। পাশাপাশি ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।' ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস জানিয়েছেন, 'বৈতরণী মহাশ্মশান পবিত্র স্থান। সেখানে যদি এমন অসামাজিক ক্রিয়া কলাপ চলে,তা কোন ভাবেই সমর্থন যোগ্য নয়। পুলিশ প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়েছি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।এছাড়াও দুষ্কৃতিরা যাতে অসামাজিক কাজকর্ম করতে না পারে তার জন্য সমগ্র ক্যানিং শহর জুড়ে সিসি ক্যামেরা লাগানো হবে।'

অন্যদিকে মৃতদেহ দাহ করতে আসা জনৈক ব্যক্তি প্রফুল্ল হালদার জানিয়েছেন, ক্যানিংয়ের বৈতরণী মহাশ্মশান সমাজ বিরোধীদের আঁতুড়ঘর।প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর শ্মশান সংলগ্ন এলাকায় বহিরাগতদের ভীড় জমে।চলে অসামাজিক কাজ। প্রতিবাদ করার ইচ্ছা থাকলেও প্রাণের ভয়ে প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় না। এছাড়াও দিনের বেলায় বহিরাগত সহ স্কুল কলেজের ছেলে–মেয়েরা আড্ডা জমায়। অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়।পুলিশ প্রশাসন সজাগ না হলে ক্যানিং বৈতরণী মহাশ্মশানও অসামাজিক জায়গা হয়ে দাঁড়াবে।

নতুন দুটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সূচনা বজবজে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজবজ পুরসভা এলাকায় আরও ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে গত বুধবার দুটি নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধন হলো। পুরসভার ১০ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে এই দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবনের সূচনা হল, নাম 'পুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র ১ ও ২'। এর আগে দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়েছে ৪ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে। চালু হওয়া এই দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম ছিল 'স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১ ও ২।' বজবজ পুর এলাকার নাগরিকদের চিকিৎসরা জন্য এই ৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকায় প্রথম ধাপের হাসপাতাল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এরপর আর ৪টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হবে বজবজে। প্রাথমিক চিকিৎসার উন্নত পরিষেবা মিলবে এখানে। বজবজ পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডে মোট ৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই বিনামূল্যেই মিলবে চিকিৎসা পরিষেবা। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা অভিষেক সাউ বলেন, 'গত এক বছর ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র চলছে স্থানীয় বলাকা সংঘ ক্লাবে। বুধবার উদ্বোধনের পর নতুন ভবনেই মিলবে পরিষেবা। আশপাশের ওয়ার্ড তো বটেই পার্শ্ববর্তী মহেশতলার সীমান্তবর্তী ওয়ার্ড ৩৪ ও ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও এসে এখানে চিকিৎসা পরিষেবা নেন।' পুরসভার ১৫ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন উদ্বোধন হল ১১টা ও বিকেল ৫টায়। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার প্রশাসনিক আধিকারিক ও চিকিৎসকরা। বজবজ পুরসভার পুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, 'এই ২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বজবজে প্রথম ধাপের হাসপাতাল হিসেব চিহ্নিত হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এখানে চিকিৎসা না হলে দ্বিতীয় স্তরের হাসাপাতাল বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেলে পাঠানো হবে। আরও বড় কোনও সমস্যা হলে তৃতীয় হাসপাতাল হিসেবে চিহ্নিত এমআর বাঙুর হাসপাতালে পাঠানো হবে। এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সমস্তরকম চিকিৎসার পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হবে।'

ছবি : অরুণ লোধ

কানে কালাচের কামড় প্রাণে বাঁচলেন বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালাচ সাপের কামড় খেয়ে রাতের অন্ধকারে সাপ ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গুণীন ডাকলেন পঞ্চান্ন বয়সের এক বৃদ্ধা। পরে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় প্রাণে বাঁচলেন বৃদ্ধা। মঙ্গলবার রাতে এমন ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঝড়খালি কোষ্টাল থানার অন্তর্গত নফরগঞ্জ পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর বাগেরঘেরী গ্রামে। গীতা মন্ডল নামে ওই বৃদ্ধা বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধা বাড়িতে একা থাকেন। খাওয়া–দাওয়া সেরে রাতে ঘুমিয়েছিলেন। রাত প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ তাঁর ডান কানে একটি কালাচ সাপ কামড় দেয়। মুহূর্তে সাপটি ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেলেন। চিৎকার করলে প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসে। তড়িঘড়ি পাড়ার এক ওঝাগুনণীনকে ডাকা হয়। চলতে থাকে ঝাড়ফুঁক। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে কয়েকজন প্রতিবেশী গুণীনের কব্জা থেকে বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ১০ টি এভিএস দেওয়া হয়। পরক্ষণে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। রাত প্রায় ১২ টা ৫০ মিনিটে ওই বৃদ্ধাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় ও ডাঃ প্রজ্জ্বল সরকারের তত্বাবধানে ওই বৃদ্ধাকে ২০ টি এভিএস দেওয়া হয়। বর্তমানে বিপদ মুক্ত অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বৃদ্ধা গীতা মন্ডল।

রেলের কাজ নিয়ে বিজেপির পথসভা সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি হাটজনবাজার রেল ওভারব্রিজের অসম্পূর্ণ কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল। নতুন যে ঠিকাদার সংস্থা পেয়েছে তার কাজ দ্রুত শুরু হবে । রাঁচি – ভাগলপুর বনাঞ্চল এক্সপ্রেস এবং মালদা টাউন – দিঘা এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ পাচ্ছে সিউড়ি স্টেশন। সোমবার সন্ধ্যায় এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে সেকথা জানান বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সিউড়ির ভূমিপুত্র জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলায় জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিউড়ি মসজিদ মোড়ে পথসভা করে বিজেপি। সদর শহর হয়েও সিউড়ি মেডিকেল

কলেজ হাসপাতাল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক, বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঞ্চিত সেই প্রশ্ন তোলা হয়। বিজেপি জেলা সহসভাপতি দীপক দাস বলেন, তৃণমূল নেতাদের জোর করে কাটমানি আদায় করার জন্য কোনো ঠিকাদার সংস্থা রেল ওভারব্রিজের কাজ করতে পারছিল না । আবার নতুন করে টেন্ডার করা হয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে। ভবিষ্যতে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় রেল, জল সহ সিউড়ির জন্য আরো অনেক কাজ করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সিউড়ি কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হয়ে পরাজিত হয়েছিল জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ৩২ জুলাই ২০২২ সালে সিউড়ি স্টেশনে ভোরে সিউড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার জন্য সিউড়ি – শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মেমু এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এই জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

অবহেলিত মগরাহাট থানা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত মগরাহাট থানা। আয়তন একশত বর্গমাইল। ব্লক অফিস রয়েছে দুটি– মগরাহাট এক নম্বর ও দু নম্বর ব্লক। এই থানা এলাকায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও রাহাজানি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। ফলে গ্রামাবাসীরা হয়েছে আতঙ্কগ্রস্ত। সংবাদে প্রকাশ, থানার সহিত দ্রুত সংযোগ ও তদন্তকার্য্যে বিলম্বহেতু অপরাধীদের ধরা সম্ভব হচ্ছে না। এই বিরাট থানার শান্তি শৃঙ্খলার গুরুদায়িত্বভার বহন করছেন মাত্র চারজন অফিসার ও চৌদ্দজন কনস্টেবল।

থানার কাজ চালানোর জন্য অফিস থেকে যে গাড়ীটি দেওয়া হয়েছে তা অধিকাংশ দিনই থাকে অকেজো। খবরে প্রকাশ এই অকেজো গাড়ীটির জন্য সরকারকে ভাড়া দিতে হয় দৈনিক পঞ্চান্ন টাকা। আরও প্রকাশ, উস্তি মগরাহাট রাস্তার বানেশ্বরপুরের কালভার্টটি তৈরীর জন্য ২৭,০০০টাকা বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ দু'বছরেও তার কাজ শেষ হল না। ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির সহিত থানার সড়কপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। স্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের অভিমতে এই অঞ্চলে ব্লক অফিসের মত দুটি থানা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ইতিমধ্যে থানায় সুষ্ঠুভাবে কাজ চালানোর জন্য অফিসার ও কনস্টেবলের সংখ্যা বাড়ানো হোক ও একটি জীপ গাড়ী স্থায়ীভাবে দেওয়া হোক– এ সম্পর্কে আমরা জেলা শাসক ও পুলিশ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৭ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ২রা নভেম্বর, ১৯৭২, ১৬ই কার্তিক, ১৩৭৯, বৃহস্পতিবার

ঘুমন্ত অবস্থায় বাইক থেকে পড়ে জখম যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘুমন্ত অবস্থায় চলন্ত বাইক থেকে পড়ে গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গোসাবা বাজার সংলগ্ন গোসাবা–রাঙাবেলিয়া রোডে। গুরুতর জখম যুবক শুভজিত মিস্ত্রী বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে গোসাবা বাজার থেকে রাঙাবেলিয়া গ্রামের বাড়িতে ফিরছিল তিন যুবক। বাইক চালাচ্ছিলেন দেবব্রত মিস্ত্রী। বাইকের পিছনে বসে শুভজিত ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আচমকা মাঝরাস্তায় চলন্ত বাইক থেকে পড়ে যায়। তার মাথায় আঘাত লাগে। বাইক চালক দেবব্রত তড়িঘড়ি জখম যুবক কে উদ্ধার করে। স্থানীয় গোসাবা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।সেখানে দুর্ঘটনাগ্রস্ত যুবকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।

বিশালকার কুমির উদ্ধার ভাগীরথীতে, স্নানে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ'– বঙ্গদেশের বহুল প্রচলিত এই প্রবাদের সঙ্গে প্রায়শঃই বিস্তর মিল পাওয়া যায় সুন্দরবন এলাকায়। কিন্তু, বঙ্গের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলার জনপদ থেকে জলজ্যান্ত একটা কুমির উদ্ধার বেশ বেমানান। ২৭ সেপ্টেম্বর বুধবার এই ঘটনারই সাক্ষী থাকল জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর উপকূলবর্তী কাটোয়ার কালিকাপুর এলাকা। এদিন কালিকাপুরে কাশবনের ধারে একটি ডোবা থেকে প্রায় ১১ ফুট লম্বা বিশালকার কুমিরটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। যা নিয়ে চারিদিকে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। ভাগীরথী তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকায় একাধিকবার কুমিরের দর্শন মিললেও সুদূর অতীতে এধরনের কুমির উদ্ধারের ঘটনা কেউ মনে করতেই পারেননি।তাই এদিন সকাল থেকেই কুমির উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে কালিকাপুরে শত শত উৎসাহী মানুষের ভিড় জমেছিল। বনদপ্তর এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতায় কুমিরটিকে উদ্ধার করার পর ভাগীরথী নদীর স্রোতের অনুকূলে দূরবর্তী কোনও নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দেওয়ার লক্ষ্যে নিয়ে যায়। এদিকে বিশালাকার কুমির উদ্ধারের ঘটনার কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তেই অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বিশেষত, যাঁরা স্নানের উদ্দেশ্যে নিয়মিত ভাগীরথী নদীতে নামে এই ঘটনা তাঁদের মধ্যে অনেককেই আতঙ্ক গ্রাস করেছে। নারী–পুরুষ নির্বিশেষে এরকমই বেশ কয়েকজন জানান, তাঁরা আর স্নান করতে গঙ্গায় (ভাগীরথী) নামবেন না। পাত্র দিয়ে গঙ্গার জল তুলে নিয়ে পাড়ে বসে স্নান করবেন।

গ্লোবাল আইকন লিডার অ্যাওয়ার্ড পেলেন সমাজসেবী অমল

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষকতার পাশাপাশি সমাজ সেবা করাই তাঁর মূল ধর্ম।সেই সমাজসেবার তাগিদে ইতিমধ্যে ব্যয় করেছেন জীবনের ৪৪ টি বছরের অমূল্য সময়। কৈশোর,যৌবন পেরিয়ে বার্ধ্যক্যে পা দিয়েছেন। বয়স প্রায় ৬৫ ছুঁই ছুঁই। শরীরে বাসা বেঁধেছে বার্ধক্যের বিভিন্ন রোগ। সে সব উপেক্ষা করেই সমাজসেবার কাজ করে চলেছেন সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের অমল নায়েক।শিক্ষকতায় অনবদ্য অবদানের জন্য শিক্ষারত্ন পুরষ্কার পেয়েছেন। পাশাপাশি সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের

শিক্ষা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা এবং ব্যাঘ্রবিধবা মা ও তার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া অমল বাবুর জীবনের মূলব্রত। এমন সব কাজের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। পেয়েছেন আলিপুর বার্তা সম্মান। এমনকী প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার রাজ্যপালের হাত থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। এবার সুন্দরবনের মাষ্টার অমল নায়েক পেলেন 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস গ্লোবাল আইকন লিডার অ্যাওয়ার্ড।'

রবিবার কোলকাতার নিউটাউনের তাজ সিটি সেন্টারে ওয়ার্ল্ড বুক অফ স্টার রেকর্ডস্ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সুন্দরবনের মাষ্টার অমল নায়েকের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন স্টার রেকর্ডস্ এর কর্ণধার ডঃ রাজীব পাল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেতাজী পরিবারের চন্দ্রকুমার বোস, বিশিষ্ট তবলা বাদক পন্ডিত প্রদীপ ঘোষ,পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী,বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী চন্দ্র রায় বোস,সঙ্গীত শিল্পী শান্তশ্রী ভট্টাচার্য,নবারুণ ভট্টাচার্য সহ দেশবিদেশের তিনশত'র অধিক গুণীজন। উল্লেখ্য সমাজের বিভিন্ন আঙিনায় অনন্য কাজের জন্য প্রতিবছরই ওয়ার্ল্ড বুক অফ স্টার রেকর্ডস্ "নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস গ্লোবাল আইকন লিডার অ্যাওয়ার্ড" পুরষ্কার প্রদান করে।সমাজে অনবদ্য কাজের জন্য ২০২৩ এ সমগ্র দেশের মধ্যে ১৩ জন বিশিষ্ট সমাজসেবী এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম সুন্দরবনের অমলবাবু।

এপ্রসঙ্গে অমল বাবু জানিয়েছেন,'পুরস্কার পেয়ে ভালো লাগছে,তবে জানি না এযাবৎ সমাজের জন্য কী কাজ করতে পেরেছি। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ৩০ সেপ্টেম্বর – ৬ অক্টোবর, ২০২৩

এ লজ্জা কার?

আর কতদিন বাংলার ছেলে মেয়েরা রাজপথের ধারে পড়ে থাকবে? চাকরির সমস্ত যোগ্যতামান পূরণ করা সত্ত্বেও দিনের পর দিন রোদ, বৃষ্টি, তীব্র দাবদাহ সহ্য করে রাষ্ট্রের অবহেলা উপেক্ষা বহন করে চলেছে এরা। ভারতের আন্দোলনের ইতিহাসে এমন অমানবিক উপেক্ষার শেষ করে দিল্লির পথে কৃষকদের আন্দোলন সাম্প্রতিক অতীতে দেশবাসী দেখেছে। সরকারের নমনীয়তায় সেই উত্তাপ স্তিমিত হয়েছিল। শিক্ষা দুর্নীতির সঙ্গে এমন আরো নানা দুর্নীতির সংযোগ ঘটায় রাষ্ট্রীয় স্তরে পথে পড়ে থাকা হবু শিক্ষকদের কথায় মূল স্রোতের গণ মাধ্যমগুলি দ্রুত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে কিংবা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার পথে হাঁটতে হয়েছে।

রাজ্যবাসী এবং ভারতবাসী ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের এই ব্যাপক কেলেঙ্কারীর কথা জেনে গেছে। জেনে গেছে বিধায়ক ও মন্ত্রীরা কারাবাস করছেন। কেন্দ্রের নানা তদন্তকারী সংস্থা অনেক সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মানে কোন কোন প্রভাবশালীর পরিচিতদের বাসগৃহ থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের দৃশ্য প্রায় সারা রাত ধরে প্রত্যক্ষ করেছেন নাগরিকরা। মোবাইল ফোন লুকিয়ে রাখা, ছুঁড়ে পুকুরের জলে ফেলে দেওয়ার মতো নানা ঘটনার সাক্ষী এ বাংলার মানুষ গণমাধ্যমের বদান্যতায়। একশো, দুশো দিন নয়, কয়েক বছর পার হয়ে গেলেও চাকরী প্রার্থীরা নানা জনের প্রতিশ্রুতি পেলেও চাকরি পাননি। তাঁরা রাজনৈতিক পতাকা ছাড়াই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্তরের দৃষ্টি আকর্ষণের মরিয়া প্রচেষ্টা চালালেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সন্ধ্যার প্রাইম টাইমে কিছু টিভি চ্যানেল তাদের নিয়ে রাজনীতিকদের নিয়ে আলোচনা বিতর্কের ব্যবস্থা করলেও নানা ঘটনার ঘনঘটায় সাধারণ মানুষ ক্রমশ ভুলে যেতে বসেছে তাদের কথা। শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত এই সব তরুণ–তরুণীরা বাংলার সাধারণ ঘরের। সরকারের অবস্থান তাদের ব্যাপারে ঠিক কী তা আজও অস্পষ্ট। যারা ঘুষ নিয়ে চাকরি পেয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে তারাও অধিকাংশ চাকরি করছেন। এমনকী তাদের চাকরি যাবে না বলেও আশ্বাস মিলেছে সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে।

ভোট আসবে ভোট যাবে, সেই যাওয়া আসার মাঝে যে গভীর গোপন রসায়ণ কাজ করে, তাও বিলক্ষণ জানেন রাজ্যবাসী। সাম্প্রতিক কালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা প্রবাহ চলেছিল সেখানে সমাজের 'বিদ্দ্বজন' বলে খ্যাত কিছু ব্যক্তিরা মুখ খুললেও সাধারণ চাকরি প্রার্থীদের জীবনমরণ প্রশ্নে তাঁরা মৌন। মাতৃভাষার প্রতি সরকার যথেষ্ট দরদী বলে নানা অনুষ্ঠান হলেও একের পর এক বেসরকারী বিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়ে সরকারি বিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগকে সংকুচিত করা হচ্ছে বলেও অভিজ্ঞমহলের ধারণা। এমনকী শিক্ষার এই ব্যাপক বেসরকারী করণের নেপথ্যে আরো অনেক গভীর দুর্নীতি আছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করে। হয়ত আগামী দিনে বাঙালির শিক্ষা সংস্কৃতি নিয়ে কোনও শিক্ষামহল বলে কিছু থাকবে না। ইংরাজি হিন্দির দাপটে কলকাতা কেন্দ্রিক সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের অবলুপ্তির পাশাপাশি রাজপথে পড়ে থাকা শিক্ষকদের করুণ পরিণতি দেখে বাংলার সাধারণ ঘরের ছেলে মেয়েরা শিক্ষক হবার কষ্টকল্পিত স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দেবে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

তিনি আকাশ সদৃশ্য হয়েও জগৎ, তাই তিনি একাধারে আকাশের মত নিরাকার, নির্গুণ এবং জগতের মত সাকার ও গুণময়। চিদাকাশে চিদ্‌ময় জগৎ দেখা যায়, আবার জগদ্‌দৃষ্টিতে চিতের অদর্শন। রূপধারী জগতে বহির্দর্শন এবং বিজ্ঞানময় অন্তদর্শন ভিন্ন তিনি কিছু নন। সুতরাং প্রশস্ত স্বরূপ যোগী, কর্ম চঞ্চলতা ও সুষুপ্তির প্রকাশ তিনিই করেন। জ্ঞানী কোন অবস্থাতেই দৃশ্য দর্শন করেন না। গগন হতেও সূক্ষ্ম, অথচ পরিপূর্ণ প্রশস্ত, অজ্ঞাত সেস পরমপদ আত্মাকে জ্ঞানী প্রকৃতভাবেই জানেন।

রাম বললেন, ভগবান! সেই পরমার্থস্বরূপ আমার কিরকম রূপ তা আরও প্রাঞ্জল ভাবে বলুন, বশিষ্ঠ বললেন, প্রলয়কালে তিনি সমাধিতে নিমগ্ন থাকেন, তখন তাঁর প্রতিবিম্ব জগতে প্রতিফলিত হয় না। দৃশ্যের অভাবে দর্শনকারীও থাকে না। তখন তিনি যে সৎরূপে প্রকাশিত হন, তা ই হল ব্রহ্মের স্বরূপ। বুদ্ধি–মন–ইন্দ্রিয় হল চেতনার চেতাভাব বা চেতনার দ্বার। চেত্যভাবের বিলয় হলে, অর্থাৎ মন–বুদ্ধির কার্য্যত্ব হারিয়ে গেলে যে শান্ত, নির্মল, চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকেন, তা ই হল পরমাত্মার রূপ। স্বপ্নময় নিদ্রার পরে মন জড়ভাব পরিত্যাগ করে অসীম হলে, সুষুপ্তি অবস্থা উদিত হয়, প্রলয়ান্তেও সেস রূপই অবশিষ্ট থাকে। মাটি, জল, আকাশ, বায়ু পর্বত, উদ্ভিদ প্রভৃতির হৃদয় অচেত্য ভাবই হল পরমাত্মার রূপ। জীবগণের চিত্ত ও চেত্যভাবের উপশান্তিতে যে শান্ত সত্ত্বা অবশিষ্ট থাকে, তা ই হল পরমাত্মার রূপ। চিতের আড়ালে, আকাশের অন্তরে এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির গভীরে যা বিকশিত হয়, তা ই পরমাত্মার রূপ। যার দ্বারা দৃশ্য পদার্থ এমনকি অন্ধকার পর্যন্ত বিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই অনাদি–অনন্ত চিৎশক্তিই হল ব্রহ্মের রূপ। যাঁর দ্বারা এই বিশ্ব–ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশিত হয়ে যাঁর সাথে সংপৃক্ত হয়েও পৃথকভাবে দেখা যায়, তাও পরমাত্মার রূপ। ব্যবহার পরায়ণ হয়েও যিনি পাথরে মত অকর্মক এবং আকাশ না হয়েও আকার মত, তাও ব্রহ্মের রূপ।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

শাসকের লিঙ্গ ভেদ হয় না, নারী পুরুষ সকলেই দলীয় প্রতিনিধি

নির্মল গোস্বামী

মুর্শিদাবাদের ডি.এম আসছেন জেলা পরিদর্শনে। সেই উপলক্ষ্যে শহরের গণ্যমান্য অতিথিবর্গদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেই সভায় শরৎপণ্ডিত তথা দাদাঠাকুরের ডাক পড়েছে দু কথা বলে ডি.এমকে খুশি করতে হবে। খালি পা আর খালি গা দেখে আয়োজকরা প্রথমে দাদা ঠাকুরকে ঢুকতে দিতে চায় নি। শেষে জেলার ডি.এম গুরুসদয় দত্ত খবর পেয়ে সাদরে দাদাঠাকুরকে মঞ্চে নিয়ে গেলেন। দাদাঠাকুর ইংরাজি ভাষার এক মহিলা এই সম্বন্ধে সুন্দর একটি ক্যারিকেচার উপস্থাপনা করলেন। দাদাঠাকুরের বক্তৃতা শুনে সকলেই খুব খুশি হলেন মায় ডি.এম পর্যন্ত। সভার শেষে ডি.এম এর সেক্রেটারি দাদাঠাকুরকে বললেন, আপনার কথায় ডি.এম খুব খুশি হয়েছেন। তিনি আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দিতে চান। আপনাকে ডাকছেন। দাদাঠাকুর একটু ভেবে নিয়ে বললেন তা তোমার ডি.এম এর সার্টিফিকেট কি কাজে লাগবে আমার? সেক্রেটারি বলল তা বলতে পারব না। দাদাঠাকুর আবার বললেন তোমার ডি.এম এর সার্টিফিকেট দেখালে মুদিওয়ালা কি আমাকে চাল–ডাল–তেল–ঘি–বিনা পয়সায় দেবে? সেক্রেটারি বলল আজ্ঞে তা দেবে না। দাদাঠাকুর আবার একটু ভেবে নিয়ে বললেন আমি যদি চুরি ডাকাতি করি তাহলে ওই সার্টিফিকেট দেখে জজ সাহেব কি আমাকে ছেড়ে দেবে? সেক্রেটারি বলল তা ছাড়া পাবেন না। তখন দাদা ঠাকুর একটু রেগে গিয়ে বললেন তা হলে ওই সার্টিফিকেট আমার কি কাজে লাগবে––– ও সার্টিফিকেটের আমার দরকার নেই। ঘটনাটা হয় তো অনেকেই জানেন। তবু একবার উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে আমার মনে হল সদ্য লোকসভার নব ভবনে বিপুল সমর্থন নিয়ে যে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হল তা ওই ডি.এম'এর সার্টিফিকেটের মতো। অনেকেই হয়তো সহমত পোষণ করবে না। তবে প্রশ্নগুলো কিন্তু ফেলে দেবার নয়।

প্রথমেই বলি যে এই বিল পাশ হবার ফলে আম আদমির কোন সমস্যার সমাধান হবে? এই যে চাল–ডাল–তেল–ঘি'র অগ্নিমূল্য তা কি কমে যাবে? সাধারণ মানুষ কি বাজার দর থেকে রেহাই পাবে? তা পাবে না। তাহলে আমজনতার খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি প্রথমেই বলে নিই যে আমি কিন্তু নারী বিদ্বেষী নয়। নারী আপন শক্তিতে জাগুক,

তাতে সমাজেরই মঙ্গল হবে, উন্নতি হবে এই মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমতপোষণ করছি। তবে এই বিল নিয়ে একটু বোকা মাতামাতি করছে শাসকদল। হ্যাঁ একথা ঠিক যে বিরোধীদের একটু বেকায়দায় ফেলেছে।

এই সঙ্গে নতুন সদনে প্রথম অধিবেশনে যদি দেশের জ্বলন্ত আরও কিছু সমস্যার সমাধান কল্পে কোন নতুন বিল আসত, তাহলে বোঝা যেত আগামী ভারতের উন্নয়নের অভিমুখ। যদি চাকরি পাবার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের তালিকায় আসত তাহলে তা একটা যুগান্তকারী কাজ হত। ক্ষুধায়, অপুষ্টি আর দুর্নীতিতে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, এমনকী পাকিস্তানের থেকেই পিছনে পড়ে আছে দেশ। এই সমস্যার সমাধান কল্পে কোন কার্যকরী আইন যদি পাশ করাতে পারত তাহলেও তা ঐ–তি–হা–সি–ক হতো। মাথা পিছু গড় ইনকামে ভারত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের পেছনে পড়ে রয়েছে। এই দেশে এক শতাংশ লোকের হাতে দেশের সত্তর শতাংশ সম্পদ। এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য কিছু করতে পারবে না সরকার। দেশের আর এক জ্বলন্ত সমস্যা দুর্নীতি। দুর্নীতিই ভারতের স্বাভাবিক অবস্থা হয়ে গেছে। পুলিশ আমলাদের কথা বাদ দিলুম। এমপিদের দুর্নীতি তদন্ত করার জন্য যে এথিক্স কমিটি আছে লোকসভায় ১১ বছরে তার একবারও মিটিং ডাকে নি। যে সরকারই আসুক তারা শিল্পপতিদের লক্ষ্য কোটি টাকা ব্যাঙ্ক লোন মুকুব করে দিচ্ছে। প্রশ্ন হল কেন? একই দেশের নাগরিক একজন সাধারণ মানুষ ব্যাঙ্ক লোন শোধ না করলে বাড়ি নিলাম করা হয় আর যাদের দেবার ক্ষমতা আছে তারা ছাড়া পায়। এই নিয়মের অবসান কল্পে যদি কিছু করত, তাহলে ভবিষ্যতে দেশের উন্নয়নে ওই অর্থ কাজে লাগত। নিদেন পক্ষে দেশের সম্পদ লুট করে কোন নেতা, শিল্পপতিরা সুইস ব্যাঙ্কে জমা করেছে তাদের নামের তালিকা যদি দিতে পারত এবং টাকা ফেরত আনার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিল মোদী তা যদি করতে পারত তবে মানুষ দেশে শত্রুদের চিহ্নিত করতে পারত।

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে মাতামাতির আগে আমাদের দেখা উচিত যে ওই বিলের জন্য দেশের কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি উন্নয়ন বাধা প্রাপ্ত হচ্ছিল? আমাদের সংবিধানে শুরু থেকেই মহিলাদের সমান অধিকার স্বীকৃত। কোথাও তো মহিলাদের বঞ্চনা করা হয়নি? তাহলে প্রশ্ন হল সংরক্ষণ কেন? এম.পি এম.এল.এ হবার জন্য সংরক্ষণ? সংরক্ষণ না থাকাতেকোন মহিলার রাজনৈতিক কেরিয়ার কি বাধা প্রাপ্ত হয়েছে? ইন্দিরা গান্ধী প্রথম প্রধানমন্ত্রী। প্রতীভা পাটিল প্রথম রাষ্ট্রপতি। এমনকী জনজাতি আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। সংরক্ষণ নেই তাতে কোনো অসুবিধা হয়েছে কি? আইনি জটিলতায় পড়তে হয়েছে কি? তাহলে প্রশ্ন ওঠে কেন সংরক্ষণ? রাজনীতির ময়দানে মায়াবতী, মমতা, বিজয়লক্ষ্মী, সুষমা স্বরাজরা তো সপাটে চালিয়ে খেলেছেন বা খেলছেন। সংরক্ষণ দিয়ে কি মমতা–মায়াবতী তৈরি করা যায়? তারা নিজগুণেই তৈরি হয়। ৩৩ শতাংশ কেন, ৮০ শতাংশ মহিলাও তো এম.পি হতে পারে দলগুলো যদি মহিলা প্রার্থী দেয়। ৩৩ শতাংশমহিলা এম.পি। নির্বাচিত হন তাতে কি দেশে নারী নির্যাতন কম হবে? নারী পাচার বন্ধ হবে? নারীরা আর পারিবারিক হিংসার শিকার হবে না। পথে–ঘাটে–মাঠে–দিনে–রাতে নারীরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে? ধর্ষণ কমে যাবে? অ্যাসিড হামলা আর হবে না? এগুলো যদি না হয়, তাহলে সংরক্ষণে কার কি লাভ হবে রাজনৈতিক দলের নেতাদের। তাদের ঘরের মেয়ে বউরা এমপি হয়ে মোটা টাকা কামাবে। পুরুষ বা মহিলা যেই শাসক হোক তাতে প্রজা সাধারণের কিছু যায় আসে না। সরকারের নীতিতেই মানুষের সুখ–দুঃখ। মহিলা শাসক হলে কোন কিছু যে বদলায় না তার উদাহরণ কম নেই। পশ্চিমবঙ্গে মহিলার শাসনকালে যত অন্যায় কাজ তা বেড়েছে।

ইতিপূর্বে পঞ্চায়েতে মহিলা সংরক্ষণ হয়েছে। সেখানে গ্রামে গ্রামে চিত্র কিছু বদলায় নি। খুন–জখম, বোমাগুলির লড়াই কিছু কমে নি? পঞ্চায়েত থেকে দুর্নীতি চলে যায় নি। স্বজনপোষণ কমেনি। কাটমানি কালচার আরো বেড়েছে। নারী পাচার, নারী নির্যাতন আরো বেড়েছে। অন্যদিকে, মহিলা অভিভাবকরা বকলম গ্রাম শাসন করে চলেছে। ফলে অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে শাসকের আসনে পুরুষ বা মহিলা যেই বসুক তাতে দেশের কিছু পরিবর্তন বলা যায় না। কারণ আত্মার মতো শাসকের কোন লিঙ্গ ভেদ থাকে না। আইন সভায় কারা কত সংখ্যায় আছে সেই হিসাবে প্রণীত আইনে কোনো প্রভাব পড়ে না। মহিলা পুলিশের লাঠির আঘাত যে কম হয় না তা যার পীঠে পড়ে সেই অনুভব করতে পারে।

ফলে সংরক্ষণ দিয়ে মহিলা স্বশস্তিকরণ হয় না। সমাজের সুযোগ সুবিধা উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই মহিলা স্বশক্তিকরণ সম্ভব। ভিতরের তাগিদে নেতা–নেত্রী তৈরি হয়।

অর্ধশতাব্দীর মাইলফলকের সামনে বাংলা এখনও 'শিল্পহীন'

আরিফুল ইসলাম

(শেষ পর্ব)

সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় ১৮ থেকে ২৫ ঠিক যারা কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পা বাড়িয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসায় বা অন্য রাজনৈতিক মোচ্ছবে সেই শ্রেণি ও সংখ্যায় উন্মাদনায় মত্ত। আবার বলছি, বাংলার রাজনৈতিক রঙ পাল্টেছে চরিত্র পাল্টায়নি। কর্মসংস্থানের উৎস মুখকে বিগত ৪৬ বছরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে বিভিন্ন স্টাইলে। আর তারই ছবি আমরা দেখছি টিভির স্ক্রিনে, সমাজ মাধ্যের দৌলতে।

কেন এতো রাজনৈতিক হিংসা পশ্চিমবাংলায়? সারা ভারতেই তো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নির্বাচন হচ্ছে, তাতে তেমন হিংসার খবর পাই কী আমরা? দুর্নীতি সারা দেশেই, সব রাজ্যেই কম আর বেশি। কিন্তু নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক হিংসা, রাজনৈতিক তরজায় পশ্চিমবাংলা শীর্ষে। তার প্রধান এবং অন্যতম কারণ হল, উন্নয়ন নেই, কর্মসংস্থান নেই, দীর্ঘ এই অর্ধশতাব্দী ধরে। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোর সমর্থক নই। তাই বলে সম্পূর্ণ দায় তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাড়ে দোষ চাপানো যায় না। বাংলা বা বাঙালির এই কর্মনাশা পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি কিন্তু সিপিআইএম তথা বামফ্রন্টের হাত ধরেই।

১৯৭৭ সালে প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে ২২৯ আসনের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে প্রথমবার এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। তৎকালীন বাংলার মানুষ তাদের কাছে চেয়েছিল সুস্থ সংস্কৃতি, সুবাসিত গণতন্ত্র। কিন্তু শিল্প ও শিল্পপতি বিরোধী সম্পূর্ণ নেতিবাচক স্লোগান আর কট্টর ইউনিয়নবাজী দিয়ে বাংলায় শাসনের ইনিংস শুরু করে। আর আজ তার রঙের পরিবর্তন হয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু বাঙালির মজ্জায় যে রোগ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে তার রূপরেখার আঙ্গিকের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। 'মালিকের কালো হাত ভেঙে দাও – গুঁড়িয়ে দাও', 'টাটা–বিড়লা–আমেরিকার দালাল'। বাংলার দেওয়াল সাক্ষী আছে বাঙালির রক্ত, অস্থি, মজ্জায়। সিপিআইএম (বামফ্রন্ট) বছরে একবার–দু'বার ব্রিগেড সমাবেশ করত, আজ তৃণমূল কংগ্রেস ২১ জুলাই করছে শহীদ দিবসের ব্যানারের তলায় রাজনৈতিক মোচ্ছব॥ অঘোষিত বাংলা বনধ।

আজ মানুষ প্রতিবাদহীন প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। কারণ আমার অ্যাকাউন্টে কন্যাশ্রীর টাকা

সপ্তাহের বাছাই বিষয়

আসছে, জমা পড়ছে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা, আরও আছে এইরকম অজস্র প্রকল্প। বাংলার মানুষ 'ফাউ' পছন্দ করে বেশি। শাসক দলের সিকি আধুলি নেতাদের লেজ ধরলে আমি ১০০ দিনের কাজ পাবো। আমার কয়েক বিঘা জমি আছে, জলবায়ুর পরিবর্তনে জুনে বৃষ্টি না হলে বিঘা পিছু 'খরা'র তিন– চার হাজার টাকা পাবো। আবার ওই মরশুমেরই শেষ দিকে যদি অতি বর্ষণ হয়, ধান নষ্ট না হলেও আপনার অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে ৬ হাজার টাকা। এবার বলুন, আপনি গতর খাটিয়ে কাজ করবেন? আপনার তো মেরুদণ্ড ও মজ্জায় কুঁড়ে নামক ভাইরাসটি অলক্ষ্যে ইনজেক্ট করে দেওয়া হয়ে গেছে। শর্ত একটাই আপনাকে শাসক দলের ঝান্ডা বাহক হতে হবে।

জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর দেখেছি ছোটো ছোটো শিল্প, ছোটো ছোটো দোকানদার তার শ্রমজীবী মালিক এমন কী ছোটো দোকানদার ও সিটুর ঝান্ডার নীচে দাঁড়িয়ে থাকা কর্মচারীদের হাতে নিগৃহীত হতে। সবক্ষেত্রেই উদাসীন থেকেছে পুলিশ ও প্রশাসন। এই হচ্ছে অর্ধশতাব্দী পশ্চিমবাংলার চালচিত্র। ক্ষমতায় থাকা রাষ্ট্রযন্ত্রের নেতিবাচক অ্যাটিটিউড।

৭৭ – এ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে গ্রাম বাংলা একটা দুর্দান্ত ঐতিহ্য ছিল। সৌহার্দ্যের ও আবেগের, মানুষে মানুষে সদ্ভাবনার, আন্তরিকতার আর সেটার সঙ্গে মিলে যায়, 'বাংলার বায়ু, বাংলার জল .... পুণ্য হোক হে ভগবান।' আজ সেই জায়গা নষ্ট করে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও হিংসার বিষ আমদানি করে সিপিআইএম। সংঘাত বাধে গ্রামের সহজ সরল মানুষের মনে। উধাও হয় ভ্রাতৃত্ববোধ, আবেগ। 'মালিকের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও' ---- করতে গিয়ে গ্রামবাংলার চাষও গেছে আর শহর মফঃস্বলের শিল্পও ধ্বংস করেছে বামেরা। বলা ভালো সিপিআইএম এ রাজ্যের ৫৬ হাজার শিল্প নষ্ট করেছে, তাদের বামফ্রন্ট সরকারের জামানায়। আর যে রাজ্যে নদী উপনদী মিলিলে সংখ্যা ৭৪, সেই বাংলায় সাধারণ চালের দাম আজ ছাপিয়েছে ৫০ টাকা। সৌজন্য – 'বর্গা অত্যাচার।' বাম আমলের বাঙালির সেরা আর অন্যতম উপহার।

বাংলার অনেক মানুষ খেটে খাওয়া শ্রমজীবীতে বিশ্বাস করে, রাজনীতিতে নয়। আপনি মানতে চাইবেন না। সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ, কোভিড লকডাউনের সময় পরিযায়ী কতো শ্রমিক ফিরেছে নিজভূমে যা কোটি ছাপিয়ে যাবে। আজ সিপিআইএম বা বামফ্রন্ট রাজনৈতিক ভাবে ফিরতে চাইছে, সাধারণ মানুষের ব্যাকুলতাকে উস্কে দিয়ে। কিন্তু ৩৪ বছরের বাঙালির মজ্জায় যারা নেতিবাচক রোগ ঝান্ডা ধরা কর্মহীনতার জন্ম দিয়েছে তাকে কিভাবে অস্বীকার করবেন।

শেষে এই কথা বলবো। টাটা ন্যানো বাজার পায়নি, ব্যর্থ বলে হাততালি কুড়ানোর জায়গা নেই তৃণমূল কংগ্রেসের। পরিবর্তন তো হয়নি, সেই স্লোগানের দৌলতে বাম জমানার নোংরামি, নষ্টামি, নেতিবাচক জিনিসগুলো বর্ষাকালে দ্রুত বেড়ে যাওয়া গাছের মতো এই জমানায় দীর্ঘ আকৃতি নিয়েছে। টাটার জনপ্রিয় সুমোও বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু গাড়ি শিল্পে টাটা কিন্তু ব্যাপকভাবে ফিরে এসেছে। সৎ এবং সজ্জন শিল্পপতি ও কোম্পানি হিসাবে টাটার বিশ্বজোড়া খ্যাতি। সুতরাং এহেন এই জাতীয় শিল্পগোষ্ঠী চলে যাওয়ার অর্থ আমরা বাঙালী নিজের কপাল নিজেরাই পুড়িয়েছি আর নেতিবাচক আন্দোলন দিয়েই আমরা বাঙালি টাটাকে তাড়িয়েছি। আর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই আমরা আজ 'তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ' করছি। সুতরাং, ৪৬ বছরের ধারাবাহিক রাজনৈতিক কালচার, সংস্কৃতি, মোচ্ছব, বাংলা–বাঙালির তা যদি পরিবর্তন ও সংস্কার না করতে পারে, তাহলে সামনের ভবিষ্যতেই বাংলার আকাশে 'অশনি সংকেত' এটা যেন সবাই মনে রাখেন।

আমরা সুস্থ, সচেতন, সংস্কৃতিমনস্ক, গণতন্ত্রপ্রিয় বাংলার মানুষ এভাবেই কী আগামী আরও ২২ বছর অপেক্ষা করে থাকবো পূব আকাশে নতুন সূর্যের আশায়?

দেশ দেশান্তরে

বনকাপাসির শোলা শিল্প এবার বিশ্বজুড়ে

দেবাশিস রায়

ওয়াশিংটন হোক কিংবা ওয়েলিংটন, লন্ডন, টোকিয়ো, সিঙ্গাপুর বা ব্যাঙ্কক। এবার ভারতীয়রা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঝাঁ চকচকে শো–রূমে বঙ্গের 'অভিনব' শোলা শিল্পকর্ম চাক্ষুষ করতে পারবেন। একইসঙ্গে, অসাধারণ এই শিল্পসামগ্রী কেনাকাটারও সুযোগ থাকবে। এসবই সম্ভবপর হতে চলেছে ভারতীয় প্রথম সারির একটি বহুজাতিক সংস্থার হাত ধরে। যে বিলিওনেয়ার সংস্থার নানাবিধ কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বজুড়ে।সেই সংস্থারই একটি সেক্টরের প্রধান কর্ণধার এবিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করেছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ব্লকের বনকাপাসি এলাকার বাসিন্দা তথা রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত শোলাশিল্পী আশিস মালাকারের সঙ্গে।

উভয়পক্ষের চুক্তি অনুযায়ী শিল্পকর্মের 'ডেমো' তৈরি সহ একাধিক কাজও ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলে সূত্র মারফৎ জানা গেছে। এই মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে জনবসতির চাপ ক্রমবর্ধমান। সেসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাসযোগ্য ঘরের সংখ্যা। পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে বেশিরভাগ জায়গাতেই ঘরের আয়তনও বেশ ছোট হচ্ছে। কোনওরকম শহর ঘেঁষা এলাকায় জায়গাজমির হালফিল যা পরিস্থিতি তাতে একটু বড়ো বাড়িঘর তৈরি করা মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে কার্যত স্বপ্ন। আর তিলোত্তমা নগরীতে তো ফ্ল্যাট কালচারই শেষ কথা বললেও অতিশয়োক্তি হবে না। এই স্থান সংকুলানের কারণে উচ্চ–মধ্যবিত্ত মানুষের বেশিরভাগ এখন শহরাঞ্চলের

এককোণে মাথা গোঁজার মতো ঘরের মালিক হতে পারলেই যেন সব থেকে বেশি খুশি। কিন্তু, ন্যূনতম প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে ঠাসা সেই ঘরের শোভা বর্ধনের জন্য যদি একটা দেয়ালের প্রয়োজনীয় অংশটুকুও না মেলে তাহলে যে মনের ভিতরটায় খচখচ করতেই থাকে। বিশ্বজুড়ে বিশেষত ভারতীয় হস্তশিল্পরসিকদের এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যেই উদ্যোগী হয়েছে দেশীয় বহুজাতিক সংস্থাটি। তাদের সেই লক্ষ্য পূরণের গুরুদায়িত্ব তুলে নেন শিল্পী আশিস মালাকার। ঘরের এক টুকরো দেয়ালকে শোলাশিল্পকর্মের দ্বারা কীভাবে অসাধারণ রূপে দৃষ্টিনন্দন করে তোলা যায় তারই এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেন তিনি। একসময় তাঁর ভাবনার ফসলও ফলতে থাকে।

সামান্য একটু শোলাকে হাতের নিপুণ কৌশলে পাতলা এবং টুকরো টুকরো করে কেটে তা থেকে নানান আঙ্গিকে রূপদানেই জন্ম নিয়েছে এই 'অভিনব' শিল্পকর্ম।যা দেখে বহুজাতিক সংস্থাটির কর্ণধারও মোহিত হয়েছেন।এরপরই সংস্থাটির কাছ থেকে কয়েক দফায় বেশ কিছু মোটা অঙ্কের কাজের বরাত এসে যাওয়ায় আশিস মালাকার কার্যত আবেগে ভাসছেন।ভারতের সুবিখ্যাত 'মধুবনী' শিল্পকলার ঘরানা এবং কিছুটা 'কলকা'র মিশেলে শোলার ওপর ভিত্তি করে এই 'অভিনব' শিল্পকর্মের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।যদিও আশিস মালাকার তাঁর 'অভিনব' শিল্পকর্মের সঙ্গে 'মধুবনী' শিল্পকলা ঘরানার কিছু কিছু মিল থাকার কথা মেনেও নিয়েছেন।

শিল্পী আশিস মালাকার বলেন, বহুজাতিক ভারতীয় সংস্থাটি অল ওয়ার্ল্ডে হস্তশিল্পের ওপর শো–রূম করেছেন।সেখানে ওয়াল হ্যাংঙ্গিং এর ওপর নতুনত্ব ডিজাইন থাকবে।মানুষের এখন দেয়ালে শিল্পকর্ম সাজিয়ে রাখার জায়গার অভাব।সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সংস্থাটি বিভিন্ন কিছুর ওপর নতুনত্ব ডিজাইন করছে। শোলার ওপর আমার তৈরি দশটা ডিজাইন ওনারা অ্যাপ্রুভ করেছেন। আমার তৈরি শিল্পকর্মগুলির বিশেষত্ব এক ইঞ্চি পুরু শোলার ওপর পুরো কাজ শোভা পাবে। এবিষয়ে ডেমোর জন্য সংস্থাটির লোকজন আমার বাড়িতে এসে দু'দিন ধরে ভিডিয়ো শুট করে গিয়েছে।ইতিমধ্যেই কোম্পানি আমাকে দু'দফায় বেশ কিছু অর্ডারও দিয়েছে।তার কাজ চলছে পুরোদমে।এদিকে, এই 'অভিনব' শিল্পকর্মের ব্যস্ততায় এবারে আশিসবাবু দুর্গাপুজোর কাজের বরাত নেননি বললেই চলে।এখন তাঁর একটাই ধ্যানজ্ঞান কীভাবে নিত্যনতুন সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি বিশ্বজুড়ে হস্তশিল্পরসিকদের মোহিত করবেন।

অযোধ্যার রামলীলায় এবার দর্শক ৫০ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামের জন্মভূমি অযোধ্যায় প্রতি বছর দশেরার সময় 'অযোধ্যা কি রামলীলা' অনুষ্ঠিত হয়। অযোধ্যা কি রামলীলা হল রাম ভক্তদের জন্যে তৈরি বিশ্বের সবচেয়ে বড় রামলীলা। যেটি ইতিমধ্যেই বিশ্বের ২৫ কোটির বেশি মানুষ দেখেছেন গত বছর পর্যন্ত। এ বছর আরো ৫০ কোটি মানুষকে এই অযোধ্যার রামলীলা দেখানোর ব্যাবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অযোধ্যা রামলীলার সভাপতি সুভাষ মালিক (ববি) এবং সাধারণ সম্পাদক শুভম মালিক। কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তারা জানান, অন্য বছরের মতো এবছরও দশেরা উপলক্ষে ১৪ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত অযোধ্যার নয়াঘাটে এই রামলীলা অনুষ্ঠিত হবে। এবার ৫০ কোটি লোক যাতে এই রামলীলা দেখতে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মঞ্চে যারা উপস্থিত থাকবেন তারা যেমন দেখতে পারবেন এর পাশাপাশি তাদের ইউটিউব চ্যানেলে ও দুরদর্শনে সরাসরি সম্প্রচার হবে। রামলীলা মঞ্চস্থ করতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।১৬০০ ফুটের বেশি এলইডি টিভি ব্যবহার করা হচ্ছে।

অন্য বছরের মতো এবারেও বলিউডের একাধিক অভিনেতা অভিনেত্রীকে নিয়ে মঞ্চস্থ হবে 'অযোধ্যা কি রামলীলা'। রামের ভুমিকায় অভিনয় করবেন বিশিষ্ট অভিনেতা রাহুল ভুচার। এছাড়া বেদমতির ভুমিকায় ভাগ্যশ্রী,সীতার চরিত্রে লিলি, রাজা জনকের চরিত্রে গজিন্দর চৌহান, অহি রাবনের চরিত্রে রাজা মুরাদ, বিভীষণের চরিত্রে রাকেশ বেদী, রাবনের চরিত্রে গিরিজা শঙ্কর, ইন্দ্রর চরিত্রে অনিল ধাওয়ান, হনুমানের চরিত্রে বরুণ সাগর, নারদের চরিত্রে সুনীল পাল, কুম্ভকর্নের চরিত্রে শিব,পরশুরামের চরিত্রে বনওয়ারী লাল ঝোল, রাজা দশরথের চরিত্রে মনোজ বক্সী ও ভরতের চরিত্রে বেদ সাগর।

২০২০–তে প্রথমবার এই 'অযোধ্যা কি রামলীলা' মঞ্চস্থ হয় বলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে। তারপর থেকেই এই ট্র্যাডিশন চলে আসছে। রামলীলা কমিটির চেয়ারম্যান সুভাষ মালিক (ববি) এবং সাধারণ সম্পাদক শুভম মালিক বলেন, 'লোকসভার সাংসদ এবং অযোধ্যার রামলীলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রবেশ সাহেব সিং ভার্মার সহায়তায় অযোধ্যার রামলীলা আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর আমরা প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ পাই। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং সাংস্কৃতিকমন্ত্রী জয়বীর সিং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

অসামাজিক কাজ রুখতে ১০০ সিসি ক্যামেরা বসবে সমগ্র ক্যানিং শহরে

সুভাষ চন্দ্র দাশ : সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। প্রতিনিয়ত চুরি, ছিনতাই সহ অসামাজিক কাজকর্মের জন্য সাধারণ মানুষ অতিষ্ট।অগণিত মানুষের ভীড় আর দেশবিদেশের পর্যটকদের ভীড়ে নিজেদের কে আড়াল করে দুষ্কৃতিরা তাদের অসামাজিক কাজ ধারাবাহিক ভাবেই করে চলেছে।পুলিশে অভিযোগ হলেও খুব কম সংখ্যক সমাজবিরোধী দুষ্কৃতি ধরা পড়ে।বেশিরভাগ দুষ্কৃতিরা রহিরাগত।ক্যানিং শহর সুন্দরবনের প্রাণ কেন্দ্র।দেশবিদেশের পর্যটকরা সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য ক্যানিং শহরে পদার্পণ করেন। পরে সেখান থেকে সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।চুরি,ছিনতাই এবং অসামাজিক কাজ বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস।

বিধায়ক জানিয়েছেন, 'সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং শহরের ঐতিহ্য সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। রয়েছে।শহরের ঐতিহ্য এবং সুনাম যাতে বজায় থাকে তারজন্য বড়সড় পরিকল্পনা গ্রহণ করেই কাজ শুরু করা হয়েছে।চুরি,ছিনতাই এবং অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে এবং দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করে বাগে আনতে সমগ্র ক্যানিং শহর জুড়ে ১০০ সিসি ক্যামেরা লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। ক্যানিং থানার মোড় থেকে মাতলা ব্রীজ, বৈতরণী মহশ্মশান, ক্যানিং পুরাতন বাজার, রাজারলাট পাড়া, ক্যানিং সিনেমা হল রোড সহ ক্যানিং স্টেশন সংলগ্ন বাজার এলাকা সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হবে। ইতিমধ্যে ১০ টি সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে এবং সাফল্য এসেছে। গত কয়েকদিনে তিনটে চুরির ঘটনায় সিসি ক্যামেরা দেখে দুষ্কৃতিদের পাকড়াও করা হয়েছে। মূলত তারা পাতাখোর।' ক্যানিং শহরকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হবে ১০০ সিসি ক্যামেরায়। এ প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষজন বিধায়ক পরেশরাম দাসের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় অশান্ত ভারতবর্ষ কে শান্ত করেছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল ও প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং। বিদ্রোহীদের যেমন কড়া হাতে দমন করেছিলেন। তেমনই আবার ভালোবাসাও দিয়েছিলেন। এমন কর্মকান্ডের জন্য তাঁর নাম হয় "ক্লেমেন্সি ক্যানিং"।

সিপাহী বিদ্রোহের আগে ১৮৫৩ সালে সুন্দরবনের দাপুটে নদী বিদ্যাধরী আর মাতলা নদীর সংযোগস্থলে বন্দর গড়ার কথাও চিন্তাভাবনা করেছিলেন লর্ড ক্যানিং।সেই সময় লর্ড ক্যানিং মাতলা ৫৪ নম্বর লটের ২৭০০ বিঘা জমি কিনেছিলেন মাত্র ১১ হাজার টাকায়। তাঁরই উদ্যোগে একটি বিলাসবহুল বাড়িতে তৈরি হয় পোর্ট অফিস। জরিপের জন্য বিলেত থেকে আনা হয় নামিদামি যন্ত্রপাতি এবং বইপত্র। কোন কাজ সেভাবে এগোয়নি। ১৮৬১ সালে মারা যান লর্ড ক্যানিংয়ের স্ত্রী শার্লোটের (লেডি ক্যানিং)। শোকস্তব্ধ লর্ড ক্যানিং ফিরে যান ইংল্যান্ডে। ১৮৬২ সালে তিনিও পরলোক গমন করেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের একটি শহরের পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের এই প্রাণকেন্দ্র শহরের নামকরণ হয় ক্যানিং।

বেআইনি মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার গাইঘাটা থানার পুলিশ বুধবার রাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সন্দেহজনকভাবে এক যুবককে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে তার কাছ থেকে ১৫ লিটার বেআইনি মদ উদ্ধার হয়। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। গাইঘাটা থানার পক্ষ থেকে জানানো হয় যুবকটির নাম সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় (২২)। বাড়ি গোবরডাঙা থানার অন্তর্গত গণদীপায়ণ এলাকায়। বৃহস্পতিবার গাইঘাটা থানার পক্ষ থেকে সায়নকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয় বলে পুলিশ জানায়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, অভিযুক্ত যুবকের নাম এর আগে একাধিক থানায় চুরি, ছিনতাই, শ্লীলতাহানি ইত্যাদির অভিযোগ রয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের হুইলচেয়ার দান

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বর্ণদীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর অঞ্চলের বাকড়া ও ছাতিনাশোলে দুই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে হুইল চেয়ার দিয়ে সাহায্য করা হয়। সবাইকে আনন্দ দিতে অক্ষম ব্যক্তিরা তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর হুইল চেয়ার পেয়ে পরিবারের সকলেই খুশিতে মাতবে। আর তাই সংগঠনের সম্পাদক শ্রীকান্ত বোধককে সকলেই কুর্নিশ জানান। পরিবারের সদস্যরা বলেন, উনি আরও এগিয়ে যান। ওঁকে দেখে

ও নতুনভাবে বাঁচার অঙ্গীকার করল। প্রত্যন্ত গ্রামের দুইজন মানস বেরা ও জামান মান্ডি বেঁচে থাকার জীবনের লড়াইয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়ে খুব খুশি। আকাশে–বাতাসে এখন আগমনী সুর। তার প্রাক্কালে হতাশা কাটিয়ে জীবনের লড়াইয়ে মনোবল ফিরে পাবেন অনেকে। এদিন উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ঝরনা মণ্ডল, সত্যব্রত রাউত, বিকাশ রথ, শান্তনু গিরি, বাজল বেজ, অর্চনা বেজ, সুনিতা প্রধান সহ অন্যান্যরা।

কলকাতার ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিএল শা রোডের শুক্রবার ভোরে একটি কাগজের কোম্পানিতে লাগলো ভয়াবহ আগুন। সরু গলিতে দমকল ঢুকতে অসুবিধা সত্ত্বেও বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। – নিজস্ব চিত্র

ম্যানেজমেন্টের অভাবে বাংলায় সফল খলনায়ক ডেঙ্গি

প্রথম পাতার পর

একসঙ্গে মোকাবিলায় না নেমে একে অপরকে দোষ দিতে গলা ফাটাচ্ছেন। আবার শাসক দলের নেতা মন্ত্রীদের কেউ বলছেন, গ্রামে গ্রামে পাকা বাড়ি বাড়াচ্ছে ডেঙ্গি। কেউ বলছেন ডেঙ্গি আসছে বাংলাদেশ থেকে। তবে সকলে মিলে একমত জনগণের সচেতনতার অভাবই ডেঙ্গির বাড়বাড়ান্তের জন্য দায়ী। অবশ্য এলাকায় নাগরিক সভা ডাকতে রাজি নয় কেউ।

নেতা মন্ত্রীরা এত কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছেন কেন জনগন তা বোঝে। আসলে এরা ডেঙ্গি মোকাবিলায় দিশাহীন। কি করলে পশ্চিমবঙ্গকে ডেঙ্গি আক্রান্তের তালিকার ১ নম্বর থেকে নামানো যাবে সেটা এরা জানেন না।

ডেঙ্গি আজকের নয়, কয়েকশো বছরের রোগ। কলকাতা সহ বঙ্গের মত ট্রপিকাল আবহাওয়ায় ডেঙ্গি অবশ্যম্ভাবী। এখনতো আবার ডেঙ্গির অন্য ভ্যারিয়েন্ট বিদেশেও থাবা বসাচ্ছে। তার উপর জল জমা পুরোপুরি আটকানো এদেশে সম্ভব নয়। অর্থাৎ শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার মত এদেশের ট্রপিকাল রিজিয়নে ডেঙ্গি আসবেই। এর থেকে বাঁচতে হলে নয় ভ্যাকসিন আবিষ্কার করো, নয়তো সারা বছর ধরে প্রস্তুতি নাও। সময় এলে যাতে প্রত্যেকটা রোগী নিশ্চিত পরিষেবা পায়। কোথায় ডেঙ্গির জন্য আলাদা ওয়ার্ড। কোথায় বেড নির্দিষ্টকরণ। ডেঙ্গি রোগীকে নিয়ে হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে মরতে হচ্ছে কেন? ভাষনে বাজার গরম করলেও এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কেউ নেই।

তবু আশা জাগাচ্ছে ডেঙ্গি কবলিত বাংলাদেশ। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র এবং আমেরিকার ভারমন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের লার্নার কলেজ অফ মেডিসিনের গবেষকদের তৈরি ডেঙ্গির প্রতিষেধক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পৃথিবীতে মেলা চার ধরণের ডেঙ্গি ভাইরাসের বিরুদ্ধেই মানুষের দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে এই ভ্যাকসিন। যার নাম দেওয়া হয়েছে টেট্রাভ্যালেন্ট–০০৫। বিজ্ঞান পত্রিকা ল্যানসেটে গত বুধবার বাংলাদেশে ডেঙ্গির ভ্যাকসিন সাফল্যের প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানী রশিদুল হক জানিয়েছেন পরীক্ষায় প্রমাণ মিলেছে ভ্যাকসিনটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। চার ধরনের ডেঙ্গির বিরুদ্ধে মানবদেহে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পেরেছে এই ভ্যাকসিন। তবে একথা নিশ্চিত যে যতক্ষণ না সফল ভ্যাকসিন বাজারে আসছে ততদিন রাজনৈতিক নেতাদের ডেঙ্গি নিয়ে আকচাআঁকচি চলবে।

কল সেন্টারের আড়ালে

প্রথম পাতার পর

শ্রীনাথের অভিযোগ, 'অনলাইনে লোনের নামে তাকে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা লোন পাইয়ে দেওয়ার নামে তার কাছ থেকে ধাপে ধাপে ৬ লক্ষ ২৩ হাজার ৮৮৬ টাকার প্রতারণা করা হয়েছে।' অভিযোগ পেয়ে ঘটনর তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে রীতিমত কল সেন্টার খুলে রমরমিয়ে চলছে প্রতারণা চক্র। সেইমত পার্ক স্ট্রিট এলাকায় হানা দিয়ে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ধৃতদের মধ্যে রয়েছে ৫ জন মহিলা ও ৫ জন পুরুষ। পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে, এই চক্র প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছে। তবে এর পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে বলে তদন্তকারীদের ধারণা। ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালতের পক্ষ থেকে চারজনকে রিমাইন্ডে পাঠানো হয় বলে জানা গিয়েছে।

জল তথ্য লুটোপুটি খাচ্ছে আদিবাসী গ্রামের ধুলোয়

প্রথম পাতার পর

সরকার বলছে, জঙ্গলমহল অঞ্চলে (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর) জনগণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দানের নিদর্শন স্বরূপ, ৫০টি ভূগর্ভস্থ নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প বরাদ্দ করেছে যার আনুমানিক ব্যয় ১৪১.৭০ কোটি টাকা এবং উপকৃত হবে ৩.১৪ লক্ষ মানুষ (২০০১ সুমারি)। ৩১ অগাস্ট, ২০১৪ পর্যন্ত এর মধ্যে ৪৭টি প্রকল্প শুরু হয়ে গিয়েছে এবং বাকি ৩টির কাজ শেষ হবে ডিসেম্বর, ২০১৪ এর মধ্যে।

বাঁকুড়া জেলার যে অঞ্চল অনুর্বর হিসেবে চিহ্নিত এবং পানীয় জলের অপর্যাপ্ততা রয়েছে, সেই সব এলাকার জন্য শুরু হচ্ছে বাঁকুড়া পর্যায় ১ জল সরবরাহ প্রকল্প। এই প্রকল্পের জন্য বি আর জি এফ থেকে বরাদ্দ হয়েছে ১০১১.১২ কোটি টাকা যা ১৪টি ব্লকের প্রায় ৩০.১৫ লক্ষ মানুষের কাজে লাগবে। এর মধ্যে ৪৫% কাজ শেষ হয়েছে ২০১৩–১৪তে। আংশিকভাবে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে মার্চ, ২০১৫ তে। আজ বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে গেলে বোঝা যায় ৮ বছর আগের এইসব তথ্য স্রেফ হোঁচট খাচ্ছে লাল মাটির ধুলোয়।

যাই হোক এসব পেরিয়ে ২০১৯ সালে চালু হয় কেন্দ্রীয় প্রকল্প জলজীবন মিশন। যার লক্ষ্য ছিল ২০২৪ সালের মধ্যে প্রত্যেকটি গ্রামীণ পরিবারে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। চলতি আর্থিক বছরে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রথম কিস্তির টাকা হাতে পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এবার জলজীবন মিশনের প্রথম কিস্তির প্রথম ভাগের বরাদ্দ সম্প্রতি এসেছে বঙ্গে। এই প্রকল্প খাতে ৯৫১ কোটি টাকা পেয়েছে রাজ্য। ২০২০–২১ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে রাজ্যে খরচ হয়েছিল প্রায় ১৪৯৮ কোটি টাকা। পরের বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮৪১ কোটি টাকায়। তারপরের বছর অর্থাৎ গত অর্থবর্ষে খরচ আরও বেড়ে হয় ৫৩৪৭ কোটি টাকা। আর এই বছরে প্রথম ৬ মাসেই খরচ হয়েছে ৩৬৫১ কোটি টাকা।

এতো গেল টাকার হিসাব এবার দেখা যাক কাজের অগ্রগতি। কেন্দ্রের তথ্য বলছে, রাজ্যকে সব মিলিয়ে প্রায় ১.৭৩ কোটি পরিবারে জল সংযোগ করতে হবে এখনও পর্যন্ত রাজ্য প্রায় ৬৬.৩৩ লক্ষ পরিবারে সংযোগ দিতে পেরেছে। শতাংশের হিসাবে যা ৩৮.১৯%। অর্থাৎ আগামী মার্চের মধ্যে ১ কোটি পরিবারের জল সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে জেলাগুলিকে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তারা বলছেন, যে গতিতে কাজ হচ্ছে তা ধরে রাখতে পারলে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

চোখে দেখে আসা পরিবারগুলির জল সমস্যার আয়নায় সরকারি এই সব হিসাব দেখে প্রশ্ন জাগে যে টাকা গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্য বরাদ্দ হচ্ছে আদৌ কি তা পৌঁছাচ্ছে তৃণমূল স্তরে। নাকি মাঝখানে অনেকটাই উবে যাচ্ছে কর্পূরের মতো। এটা যদি সত্যি না হয় তাহলে ধরে নিতে হবে সরকারের এই সব পরিসংখ্যান আসলে লোক দেখানো সাফল্য মাত্র।

নাজেহাল মহেশতলাবাসী

প্রথম পাতার পর

এছাড়া পুরাতন ডাকঘর মোড়, জল কল, চন্দননগর, সন্তোষপুর এলাকার বেশ কিছু অঞ্চলে একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। আবার শুক্রবার থেকে ঘূর্ণাবর্তের পর যদি দক্ষিণবঙ্গে ভারি বৃষ্টি হয়, তখন এখানকার পরিস্থিতি কী হয় ভেবেই এলাকার বাসিন্দারা এখন থেকেই চিন্তামগ্ন।

এই প্রসঙ্গে মহেশতলার বিধায়ক দুলাল দাস জানান, ঠিকই একটু বৃষ্টি হলেই বেশ কিছু ওয়ার্ডে জল জমে যাচ্ছে। যতদিন না নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঠিক হচ্ছে ততদিন সমস্যা মিটবে না। কবে সমস্যার সমাধান হতে পারে? সে প্রশ্নে বিধায়ক বলেন, ওটা বলতে পারব না। এটা সেচ দপ্তরের ব্যাপার ওরাই বলতে পারবে।

বাজি হাবের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব সৌমেন দত্ত অবশ্য বাজি কারখানা নির্মাণের আগে মানুষকে সচেতন করার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, এই কারখানা নির্মাণে মানুষের ক্ষতি হবে না। এ বিষয়টা তাদের আগে নিশ্চিত করতে হবে। কি প্রোটেকশন আছে তাও জানাতে হবে। আসলে যেখানে এই হাবটি নির্মাণের কথা হয়েছে, সেটি একটি জলা জায়গা। বৃষ্টি হলে জায়গাটি ডুবে যায়। সেটা অনেক ডেভেলপ করতে হবে। তবে এলাকার মানুষকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে বলেই আমি মনে করি।' স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব দেবদাস মণ্ডল বাজি হাবের বিরোধিতা করে বলেন, 'বাজি নয়। কারণ বাজি শিল্পে প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে প্রতিপদে। কর্মসংস্থানের জন্য বাজির পরিবর্তে অন্য কোনও শিল্প হোক, এটাই দাবি।' বাজি হাব হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ভেলায় চড়ে দুর্গাপুজো দেখে চর কবিরাজপুরবাসী

প্রথম পাতার পর

চারিদিকে নদীর জলবেষ্টিত এই এলাকা কৃষিক্ষেত্র অত্যন্ত উর্বর হওয়ায় সারা বছর বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলে। এই উৎপাদিত ফসল অনেক কৃষিজীবী পরিবারকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সেইসঙ্গে এলাকার তরুণ প্রজন্মের অনেকেই বর্তমানে একাধিক সরকারি দপ্তরে কর্মরত। এমন একটি দুর্গম অঞ্চলে অর্ধ শতাধিক বছর আগে দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়েছিল শুনে অনেকেই চমকে ওঠেন। চর কবিরাজপুরের প্রবীণ বাসিন্দা তথা স্থানীয় দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদক মনোরঞ্জন সরকার বলেন, প্রায় ষাট বছর আগে আমার বাপ–ঠাকুরদার আমলে আমাদের এই দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল। গ্রামের মধ্যে আমাদের বাড়িটি সবথেকে উঁচু থাকায় সেখানেই প্রতিমা গড়ে আগে পুজো করা হত।এখন গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের পাশে পাকা মণ্ডপে পুজো হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চর কবিরাজপুর ছাড়াও চর বিষ্ণুপুর, চর কালিকাপুর এবং নদিয়ার চর সাধুগঞ্জ এলাকায় একটি করে দুর্গাপুজো হয়। তবে, সীমান্তবর্তী এই দুর্গম এলাকার পুজোগুলির মধ্যে প্রাচীনত্বের নিরিখে চর কবিরাজপুরের দুর্গাপুজোর আকর্ষণ অনন্য। এখানে অষ্টমী তিথির পুজো থেকে আবালবৃদ্ধবনিতারা ঢাকের তালে ধুনুচি নৃত্যে শামিল হওয়ায় আনন্দে ভ'রে ওঠে শারদোৎসবের আকাশ–বাতাস। থাকে বাউল গানের আসর। আগে পুজো উপলক্ষ্যে যাত্রাপালা হত। গ্রামের লোকজনেরাই তাতে অভিনয় করতেন।এখন সেই উদ্যোগ নেই। তবে, সকলকে নিয়ে নানাবিধ মজার প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের জমজমাট আয়োজন থাকে। চর কবিরাজপুরের বাসিন্দা তথা প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক স্মরজিৎ সরকার বলেন, আমরা প্রাচীন এই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবার মেতে ওঠি।একাধিকবার ভাগীরথী নদীর জলে চারিদিক ভেসে গেলেও দুর্গাপুজো বন্ধ হয়নি। এমনকি, ২০০৬ সালেও এলাকার বাসিন্দারা ভেলায় চড়ে এসে দুর্গা প্রতিমা দর্শন করেছেন, পুজো দিয়েছেন। আমাদের এই দুর্গাপুজো আমাদের কাছে প্রাণের উৎসব। আমরা এই ক'টা দিনের জন্য সারাটা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি।আমাদের প্রাণের উৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ জানাই।

সত্যের আলোকে নেতাজী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রানাঘাটের বুকে দ্বিতীয়বার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ ও অজানা সত্য উন্মোচনের লক্ষ্যে এক সাংস্কৃতিক ও আলোচনার সভা আয়োজন করেছিল রানাঘাট হেল্পিং হ্যান্ডসের বাংলাদেশ থেকে গবেষক আশরাফুল ইসলাম। এছাড়াও ছিলেন ইতিহাস অনুসন্ধানী বোধিসত্ব তরফদার এবং নেতাজী অনুরাগী মৃণ্ময় ব্যানার্জি। দেশাত্ববোধক গানে সকলকে মন

অসংখ্য যুবক–যুবতীরা। রানাঘাট নজরুল মঞ্চ ছিল পরিপূর্ণ ৮ থেকে ৮০ সকলে। নেতাজীর সত্য উন্মোচন করতে এসেছিলেন ভরিয়ে তোলেন লোকসঙ্গীত শিল্পী তৃণা ঘোষাল। এছাড়াও রানাঘাটের বিভিন্ন যুব গোষ্ঠী নাচে গানে সম্মান জানায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে।

সিংহবাহিনী রূপে পূজিত হন মা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : শরৎ মানেই একটা পুজো পুজো ভাব। শরৎ মানেই শারদ উৎসব।মা দুর্গার আগমন।আর আপামর বাঙালির এই উৎসবে খুশির অন্ত নেই। হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত বেলে(বালিয়া) অঞ্চলে হয় না দূর্গা পুজো এখানে সিংহবাহিনী মন্দিরে মা সিংহবাহিনী দূর্গা রূপে পূজিত হন। তাই এখানকার মানুষ নতুন করে আর মণ্ডপ নির্মাণ করে দূর্গা পুজো করে না। সারা বছর মা এই মন্দিরে নিত্য পুজিত হন। বারোটা গ্রাম নিয়ে তৈরি হয় বালিয়া পরগনা। বর্তমানে যা বেলে নামে পরিচিত। কালের বিবর্তনে যদিও এখন এখানে কিছু জায়গায় দূর্গা পুজো শুরু হয়েছে ঠিকই কিন্তু দূর্গা পুজোর ক'টা দিন সমস্ত গ্রামের মানুষ এই মন্দিরেই পুজো দেন। মায়ের দর্শনে ভিড় জমান। এখানে মায়ের পুজোয় নিত্য মাছ দেওয়া হয়। ভাত, চার রকমের ভাজা, ডাল, তরকারি, মাছ, পায়েস ও অন্যান্য উপকরণ সহযোগে

মায়ের নিত্য ভোগ নিবেদন করা হয়।এমনটাই জানালেন মন্দিরের এক সেবাইত। তিনি বলেন, এই মন্দিরের মায়ের পুজোর এই ধারা বংশানুক্রমে চলে আসছে এই ভাবেই। মায়ের মন্দিরটি চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সামনে সিংহ দুয়ার। দুটি সিংহের মাঝখানে রয়েছে একটি ঘড়ি। মুল দুয়ার পার হলেই রয়েছে একটি ছোট দালান যেখানে ভক্তরা বসে মায়ের পুজো দেখে। মুল মন্দিরের পিছনে রয়েছে মায়ের রন্ধনশালা। মায়ের মন্দিরটির এক পাশে একটি পুকুর রয়েছে যার মন্দিরের কাজে ব্যবহার করা হয়।

আশুতোষ সংগ্রহশালায় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের আলোচনা

উজ্জ্বল সরদার : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম ও প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহশালা। ১৯৩৭ সালে এই সংগ্রহশালার পথ চলা শুরু হয়েছে, যা আজও অনন্ত পথের দিকেই এগিয়ে চলেছে। বহু বিদগ্ধ পণ্ডিতদের পা পড়েছে এই সংগ্রহশালায়। শুধু সংগ্রহশালা দর্শন নয়, নিয়মিত প্রত্ন উৎখনন, চর্চা, আলোচনাসভা সংগঠিত করা এসব কাজে এই সংগ্রহশালার উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। ২২ শে সেপ্টেম্বর সংগ্রহশালার একটি আলোচনা কক্ষে রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহশালার সাথে যৌথ উদ্যোগে 'Museum as a place for inclusive environment, tolerance and harmony towards cultural diversities' শিরোনামে একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। এই সংগ্রহশালার বর্তমান কিউরেটর ডঃ দীপক কুমার বড়পণ্ডা একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন– "প্রায় তিন দশক পর সংগ্রহশালার পক্ষ থেকে এমন আয়োজন। বহু প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তারপর এই বিষয়টি সফলতার মুখ দেখল। এই সংগ্রহশালার সব স্তরের কর্মীদের বিশেষ সক্রিয়তায় এটি সম্ভবপর হয়েছে।"

এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার অধ্যাপক ডঃ দেবাশিস দাস, অধ্যাপিকা স্বপ্না ব্যানার্জি, ফিনান্স অফিসার অধ্যাপক যাদবকৃষ্ণ দাস, মিউজিয়াম অ্যাসোসিয়েশান অফ বেঙ্গলের সভাপতি ডঃ শচীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা বিভাগের প্রধান ডঃ বৈশাখী মিত্র প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মিউজিয়াম অ্যাসোসিয়েশান অফ বেঙ্গলের সভাপতি ডঃ শচীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, গুরুসদয় সংগ্রহশালার প্রাক্তন পরিচালক ডঃ বিজন কুমার মণ্ডল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ পিয়াসী ভারাসা, ডঃ সঞ্জিত জোতদার, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র ভবন সংগ্রহশালার সংরক্ষক ডঃ প্রদীপ কুমার মণ্ডল, হাওড়ার আনন্দনিকেতন সংগ্রহশালার সংরক্ষক ডঃ বন্যা ব্যানার্জি প্রমুখ ব্যাক্তিত্ব বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন। উল্লেখ্য কলকাতা মেডিক্যেল কলেজের মনস্তত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্র সহ তার চমৎকার উপস্থাপনায় তুলে ধরেন চিত্রশিল্প কিভাবে মনস্তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সংগ্রহশালা সম্পর্কিত বহু বিদগ্ধজন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বারুইপুরে সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা শ্রী হেমেন মজুমদার তার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে তিনি সংগ্রহশালার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শেষে ডঃ বড়পণ্ডা ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তব্যে আবেগঘন হয়ে সংগ্রহশালার সর্ব স্তরের কর্মীদেরকে কুর্নিশ জানান এমন অনুষ্ঠান সংগঠিত করার জন্য।

ক্যানিংয়ে অনুষ্ঠিত হল করম পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সোমবার রাতে অনুষ্ঠিত হল আদিবাসী সম্প্রদায়ের পবিত্র করম পুজো।এদিন রাতে ক্যানিংয়ের বন্ধুমহল অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হয় এই করম পুজো। পুজোর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও নবমতম বর্ষের এই করম পুজোয় উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক বাসুদেব সরদার,করম পুজো কমিটির সভাপতি বিষ্ণুপদ

সরদার,সম্পাদক কালিপদ সরদার,বকুল সরদার রবীন্দ্রনাথ সরদার সহ বিশিষ্টরা। বাসুদেব সরদার জানিয়েছেন, আমরা প্রকৃতির পুজারী। যার ফলে আমরা করম গাছকে দেবতা রুপে পুজো করে থাকি।

মহানগরে

পদ্মার ইলিশ বাজারে ছোটো মিললেও, বড়ো অমিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশ থেকে পদ্মার রূপোলি ইলিশ কলকাতা এল। তবে তা বাজারে না এসে, হিমঘরে ঢুকে গেল। বাজারে বাংলাদেশের ইলিশের খোঁজ করেও না পেয়ে হতাশ ক্রেতারা। বাজার ইলিশ আছে তবে সাইজে ছোটো। সবই ডায়মন্ড হারবারের বা দিঘার বা বকখালির বা কোলাঘাটের। পদ্মার ছোটো–বড়ো কোনও ইলিশই নেই। ক্রেতাদের প্রশ্ন, পদ্মার ইলিশ কী হিমঘরে থাকার জন্য এপার বাংলায় এল।

তবে কলকাতার কোনও কোনও বড়ো বাজারে কয়েকজন ব্যবসায়ীর কাছে পদ্মার বড়ো ইলিশ পাওয়া গেলেও, তবে তার দাম কেজি প্রতি দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা। ৩০ অক্টোবরের মধ্যে এ বাংলায় ৩,৯৫০ মেট্রিক টন ইলিশ আসার কথা। মোট ৭৯ জন বাংলাদেশী ইলিশ ব্যবসায়ীকে ৫০ মেট্রিক টন করে পদ্মার ইলিশ এপার বাংলায় পাঠানোর ছাড়পত্র দিয়েছে ঢাকা। এ রাজ্যে পদ্মার ইলিশ আসতেই বড়ো ব্যবসায়ী ও আড়তদাররা কিনে নিয়ে হিমঘরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। পাইকারি বাজারে বাংলাদেশের ইলিশ পৌঁছেছে না। জামাইষষ্ঠী থেকে বড়ো বড়ো হোটেল রেস্তোরাঁর জন্য মজুত রাখা হচ্ছে। দাম আরও বাড়িয়ে রাখা হবে। ফলে পদ্মার ইলিশ সাধারণ মানুষের পাতে আসছে না। বড়ো বাজার গড়িয়াহাট বাজারের এক ব্যবসায়ীর কথায়, আমরাই পদ্মার ইলিশ কিনছি ১,৮০০ – ১,৯০০ টাকায় দুর্গোৎসবের সময় আরও দাম বাড়বে। তবে চাহিদা বুঝে। তবে এতো দাম দিয়ে কিনবে ক'জন ক্রেতা? তা–ই বাজারে পদ্মার ইলিশের দেখা মেলা ভার।

আলোকায়নে কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলোর ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষে ১২১ নম্বর ওয়ার্ডে নতুন করে আলোকায়ন হল। এই ওয়ার্ডে ২০১৮ তে 'গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পে' ২০০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৩৫০টি বাতিস্তম্ভে আলো লাগানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে তার ৫০টির আলোর ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষ হয়ে গিয়েছে। বাকি ৩০০টি বাতিস্তম্ভের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড আর দুই মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। নিভে থাকা ৫০টি বাতিস্তম্ভ এবং বাকি ৩০০টি বাতিস্তম্ভের আলো পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার আলোকায়ন দফতরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি বলেন, নিভে থাকা বাতিস্তম্ভ গুলি ইতিমধ্যেই সংশোধন শুরু করে দেওয়া হয়েছে। মেরামত বা পরিবর্তন যেটার প্রয়োজন হবে তা পরপর করা হবে।

মাধ্যমিকের পরীক্ষাকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্র তার নিজস্ব স্কুলের ১০–১৫ কিলোমিটারের মধ্যে রাখা হবে। ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার কনভেনারদের সঙ্গে প্রথম বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও কলকাতা শহর ও শহরতলির যে ক'টি বেসরকারি স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র করা হত, ২০২৪ থেকে আর কোনও বেসরকারি স্কুলকে মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার হয়েছে। যেসব সরকারি স্কুলে তিনশ'র অধিক আসন আছে, সেইসব স্কুল গুলিতেই এবার থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র করা হবে।

কলকাতায় ভবঘুরেদের আশ্রয়কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকার শহরাঞ্চলের গৃহহীন ফুটপাতবাসী ও ভবঘুরেদের জন্য চলতি বছরে ১০৯টি আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরমধ্যে ৭০টি গড়ে উঠবে কলকাতা শহরে। জাতীয় শহর জীবিকা মিশনের আওতায় ইতিমধ্যেই সারা রাজ্যে ৫৫টি আশ্রয়কেন্দ্র গড়ার কাজ শেষ হয়েছে। আরও ৪৪টির জন্য সরকারি ছাড়পত্র মিলেছে বলে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতর সূত্রে খবর। ৫০ শয্যা বিশিষ্ট প্রতিটি কেন্দ্র তৈরিতে খরচ হবে প্রায় দেড় কোটি টাকা। আশ্রয়কেন্দ্রে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের পাশাপাশি থাকবে পরিশ্রুত পানীয় জল ও শৌচাগারের সুবিধা। পৌরসভা গুলি এই আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার উপযুক্ত লোকেদের চিহ্নিত করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী কলকাতায় ভবঘুরেদের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। তবে কলকাতা পুলিশের সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী সেই সংখ্যা এখন ৬০ হাজার দু'শোর অধিক।

ঘুরেফিরে প্রাইভেট বাজারের দায় বর্তায় পৌরসংস্থার ঘাড়ে

বরুণ মণ্ডল

উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার লাগোয়া বাজার গুলি কাদের বাজার? স্থানীয় ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের এ প্রশ্নের উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার বাজার দপ্তরের মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন ববি বলেন, শ্যামবাজার লাগোয়া বাজার গুলি প্রাইভেট বাজার। সেই সূত্রেই ওই বাজারের মধ্যে কলকাতা পৌরসংস্থা কোনও কিছু করতে পারে না। সাধারণত কলকাতায় পৌরসংস্থার যে বাজার গুলি আছে, তাতে পানীয় জল, বাথরুম, নিকাশি নালা, আলোকায়ন এই সমস্ত পরিষেবা গুলি কলকাতা পৌরসংস্থা করতে পারে। কিন্তু বেসরকারি বাজারে পৌরসংস্থা এই সমস্ত কাজ করতে পারে না। বেসরকারি বাজার রক্ষণাবেক্ষণে কলকাতা পৌরসংস্থার কোনও ভূমিকা নেই। ডা. গঙ্গোপাধ্যায়ের অতিরিক্ত প্রশ্নে বলেন, যেহেতু প্রাইভেট বাজারের ড্রেনেজ কলকাতা পৌরসংস্থার রাস্তার নিকাশি নালাতেই এসে পড়ছে। ফলে নিকাশি নালার পুরনো ব্রিক সুয়্যারেজগুলি ঠিক না করে কোনও উপায় থাকছে না। নতুন কানেকশন করতে হয়েছে। এবং ইলেকট্রিসিটি লাইন গুলির জন্য তারা সবসময় কলকাতা ওয়ার্ড অফিসেই আসছে। এবং যথেষ্ট সংঘঠিত ওই বাজার গুলিতে কোনও কমিটি না থাকায়, মানুষের পরিষেবা ও যেহেতু এলাকার নাগরিকরা এই বাজার গুলি ব্যবহার করে সেহেতু কিন্তু ঘুরেফিরে পৌরসংস্থার ঘাড়েই দায় বর্তাচ্ছ। এই জায়গা গুলি রিপেয়ার করার জন্য। আমার মনে হয়, এটা কেবল শ্যামবাজারের কথা বলছি না, কলকাতার অন্যান্য প্রাইভেট বাজারের অন্তর্ভুক্তি কলকাতার অন্যান্য যেসব ওয়ার্ডে রয়েছে। তাদের (পৌরপ্রতিনিধিদের) সকলেই এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে আছেন।

তা–ই এটা নিয়ে যদি একটি পলিসি তৈরি করা যায়, যে প্রাইভেট বাজার গুলির কিছু দায়দায়িত্ব বর্তায়। অথবা, তাদের কাছ থেকে পৌরসংস্থা কিভাবে ট্যাক্স পাচ্ছে। যার দ্বারা এই জায়গার সমস্যার সমাধান সম্ভব। না হলে বারেবারেই আমাদের কাছে তারা এসে সুযোগসুবিধা গুলির কথা বলছে। তারা ছাড়া এতো গুলি বাজারওয়ালা ও এতো গুলি ওয়ার্ডবাসী এই বাজারে যায়। কাজেকাজেই আমাদেরও সেই সার্ভিসটা না দিয়ে উপায় থাকে না। যদি এটা নিয়ে আগামী দিনে ভাবনাচিন্তা করা যায়। এটা নিয়ে একটা পালিসি হওয়া দরকার। অথবা যদি হয়ে থেকে থাকে, তবে আরও কংক্রিট ভাবে জানা যায়। এবিষয়ে মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন বলেন, এটা নিয়ে আপনার ভাবনাচিন্তাটা বেশ ভালো। তবে ড্রেনেজে ব্রিক সুয়্যারেজের কাজ গুলির বিষয়ে একটা পলিসি ডিসিশন নেওয়ার বিষয়ে মহানাগরিক যদি একটা ব্যবস্থা নেন। এবার বাজারের যাঁরা ট্যাক্স দেয়, তাঁরা পৌরসংস্থাকে ট্যাক্স দেয় কী না, সে টা নিয়ে পৌরপ্রতিনিধিকে দেখতে হবে। তাঁরা যদি পৌরসংস্থাকে ট্যাক্স না দিয়ে থাকে তাহলে সেই বিষয়ে পৌরপ্রতিনিধিকে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে। তবে প্রাইভেট বাজারে আগামী দিনে পৌরসংস্থা কী করতে পারে, সেটা নিয়ে মহানাগরিকের সঙ্গে আলোচনা করে একটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উন্নয়নে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি: বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থায় এবার শুরু হল উত্তর কলকাতার সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার সংযুক্ত ওয়ার্ডগুলির উন্নয়নের লড়াই। কলকাতার সংযুক্ত ওয়ার্ড ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডে এখন যে ধরনের মসৃণ রাস্তা দেখা যায় তা মধ্য কলকাতার পার্ক স্ট্রিট (মাদার টেরিজা সরণী) কেও হার মানিয়ে দেবে। কলকাতা পৌরসংস্থার সংযুক্ত ওয়ার্ড গুলির ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রতি অর্থবর্ষে আর্থিক বরাদ্দ থাকে। কিন্তু একেবারে পুরনো কলকাতার বিশেষ করে কাশীপুর থেকে বৌবাজার বা মানিকতলা থেকে তালতলাসহ কলেজ স্ট্রিট উত্তরের নানা অঞ্চলের ওয়ার্ডগুলির আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজ, সুয়্যারেজ এবং জলের পাইপ লাইন বহু পুরনো হওয়ার জন্য এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে ওইসব পাইপ লাইনের আপগ্রেডেশনের প্রয়োজন আছে। যার জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান করে প্রতি অর্থবর্ষে 'ফেজ ওয়াইজ' কলকাতা পৌরসংস্থা কী অর্থবরাদ্দ করতে পারে? কলকাতা পৌরসংস্থার উত্তর কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র প্রশ্নের

উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, ২০০৭ সালে পুরনো কলকাতা অর্থাৎ ১ – ১০০ নম্বর ওয়ার্ডে একটি আন্ডার গ্রাউন্ড ড্রেনেজ ও সুয়্যারেজ সিস্টেমের একটি মাস্টার প্ল্যান বিশেষ কারিগরি বিভাগের সাহায্যে তৈরি হয়। বর্তমানে উক্ত সেই মাস্টার প্ল্যানের প্রস্তাবানুসারে বেশ কিছু পয়ঃপ্রণালীর উন্নতির কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ২৪ কিলোমিটার ম্যান এন্ট্রি ব্রিক সুয়্যারেজের উন্নতিকরণে পলি তোলা হয়েছে। আনুমানিক ৩৬ কিলোমিটার নন–এন্ট্রি সুয়্যারেজের পলি তোলা হয়েছে। বেশ কয়েকটি জল নিকাশি ও পাম্পিং স্টেশনের কাজ হয়েছে। বালিগঞ্জ পাম্পিং স্টেশন, বালিগঞ্জ লাইন পাম্পিং স্টেশন, খিদিরপুরে দু'টি পাম্পিং স্টেশন, গলফগ্রিনে একটি পাম্পিং স্টেশন এবং আরও কয়েকটি। এছাড়াও বেশ কিছু পয়ঃপ্রণালীর উন্নতিকরণে নতুন পাম্পিং স্টেশন গড়ার পরিকল্পনা আছে। বস্তি এলাকায় সমস্ত সুয়্যারেজের উন্নতিকরণে ধাপে ধাপে এই কাজ চলছে। মৌলালি থেকে পামারবাজার ব্রিটিশ আমলে তৈরি বিশালাকৃতি সুয়্যার পিঠ ১৫ – ২০ ফুটের পলিমুক্ত ও আধুনিকীকরণের টেন্ডার করা হয়েছে। এজন্য খরচ হবে ১৩৭ কোটি টাকা। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের ব্রিক সুয়্যারেজের ইমপ্লিমেন্টের জন্য জিআরপি লাইনিং – এ করার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে এবং রাজ্য সরকারের অ্যাপ্রুভ্যালের জন্য পাঠানো হচ্ছে। যার ব্যয় প্রায় ১৪২ কোটি টাকা। ঋষিকেশ পার্ক পাম্পিং স্টেশনের জন্য টেন্ডার হয়েছে। শীঘ্রই এটার বিষয়ে রাজ্যের অর্থ দফতরের অ্যাপ্রুভ্যাল পেলে এটারও কাজ শুরু হবে। ফলে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির জলজমার সমস্যা মিটে যাবে। এবং কলকাতার ১ – ১৪৪টি ওয়ার্ডের জন্য ওয়াটার দফতর পাইপ লাইন চেক–আপ করছে। উত্তর কলকাতার পুরনো পানীয় জলের লাইন নিয়মিত চেঞ্জ করা হচ্ছে। সেটা কন্ডিশন অনুযায়ী। টালা জলাধার নয়া রূপে সংস্কারের কাজ করা হয়েছে। যাতে উত্তর কলকাতা ও মধ্য কলকাতার মানুষ নিয়মিত প্রয়োজন মতো পানীয় জল পায়। তার মানে এই নয় যে, কেবল অ্যাডেড এরিয়ায় উন্নয়নের কাজ করা হচ্ছে। আর পুরনো কলকাতার খবর রাখা না। পুরনো কলকাতাকে যতেটা প্রায়োরিটি দেওয়া হয়। সমগ্র কলকাতাকে যতোটা প্রায়োরিটি দেওয়া হয়।

লেন্স বার্তা

পুনর্জন্ম : ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সম্মেলনে দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্ক শারদীয় উৎসব কমিটি তাদের এবারের দুর্গোৎসবের থিম ঘোষণা করে : 'পুনর্জন্ম'।

স্বাস্থ্য শিবির : ২৪ সেপ্টেম্বর বরাহনগরের জ্যোতিন্দ্রনগর ঐক্য ক্লাবের উদ্যোগে স্মাইল অ্যান্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের আয়োজনে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বহু মানুষ এই শিবিরে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা করাতে আসেন। সহযোগিতায় ছিল ফরটিস হাসপাতাল অ্যান্ড কিডনি ইন্সটিটিউট, রোটারি টেকনো নেত্রালয়।

বেহাল সম্প্রীতি : বর্ষায় বেহাল দশা সম্প্রীতি ফ্লাইওভার ও বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের। ভুক্তভোগী নিত্যযাত্রীরা, দুর্ঘটনা ঘটছে প্রায় প্রতিদিনই। রাস্তা মেরামতের কাজ চললেও লাগবে এখনো বেশ খানিকটা সময়। তার ওপর আবার দুয়ারে পুজো। ছবিটি বাটা মোড়ের কাছে।

আঁতুরঘর : মিছিলে, পাড়ায় পাড়ায় চলছে ডেঙ্গুর প্রচার। এদিকে ডেঙ্গুর আঁতুরঘর হয়ে রয়েছে শিবরামপুর। **ছবি :** অভিজিৎ কর

সাজঘর : দুর্গাপুজোর আর কটা দিন বাকি। শেষ প্রস্তুতিতে হাওড়া গড়ভবানিপুর গহলাবন্দরে এক মৃৎশিল্পালয়ে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী রবীন দাস।

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

ঐতিহ্যবাহী বজবজ পি. কে হাইস্কুলের ইতিবৃত্ত

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী

মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশই হল শিক্ষা। শিক্ষাঙ্গন হল শিক্ষার্থীর অন্তর্জাত সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের অন্যতম পীঠস্থান। এবারের আমাদের শিক্ষাঙ্গনের পাতায় থাকছে শতাব্দী প্রাচীন বজবজ পি কে হাইস্কুলের (উঃ মাঃ) গৌরবময় ইতিবৃত্ত। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বিগত ১২০ বছর ধরে নিরলসভাবে সমাজে শিক্ষা প্রসারের মহতী কাজে নিযুক্ত রয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুদীপ্ত কুমার মণ্ডলের সুনিপুণ পরিচালনায় বিদ্যালয়ের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে।

বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনের ইতিহাস

অতীতের দলিল থেকে জানা যায় ১৯০৩ সালে বজবজ পি কে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তারও একটি পূর্ব ইতিহাস আছে। বজবজের বাসিন্দা লক্ষ্মণ চন্দ্র মাইতির একটি পাঠশালা ছিল। সরাঙ্গাবাদের অম্বিকাচরণ বসু ও সেন পুকুরের আশুতোষ চক্রবর্তী এই উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে হাইস্কুলে পরিণত করর কথা ভাবলেও অর্থাভাবে সে কাজ এগোনো সম্ভব হয়নি। এরপর শিক্ষাব্রতী ও অর্থশালী নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ এ বিষয়ে নেতৃত্ব দেবার কাজে এগিয়ে এলেন। বজবজের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি ডাঃ দেবেন্দ্র নাথ ও দুর্গাদাস চক্রবর্তী প্রমুখদের এই কাজে পাশে পেলেন। প্রথমে স্কুলটির নাম রাখা হয় 'হিন্দু স্কুলের' প্রধান সম্পাদক। এই সময় ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯৩ জন। শোনা যায় ফিডার রোডে (বর্তমান নেতাজি সুভাষ বসু রোড) একটি হোগলা ঘেরা ঘরে স্কুলটির পঠন পাঠন শুরু হয়। বছর দুই পর প্রাণকৃষ্ণ শীলের প্রদত্ত জমিতে স্কুলটি উঠে আসে। প্রাণকৃষ্ণ বাবু নিজের সম্পত্তির ৫১ ভাগ জমি ও ১৪ শতক পুস্করিণী হাই স্কুলের জন্য দান করেন। ১৯০৭ সালে নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ করায় তিনিই হলেন স্কুলের প্রোপাইটার কাম সেক্রেটারি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে এই স্কুল থেকে দুটি ছাত্র প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা দেয়। ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ এর মধ্যে এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয় ১৫৮, ১৯১১ সালে স্কুল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায়। সে সময় স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৩৯। ১৯৫৮ সালে বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণির পাঠ শুরু হয়। প্রথমে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ চালু হলেও ১৯৬৮ সালে বাণিজ্য বিভাগ খোলা হয়। ১৯৭৮ সাল থেকে দ্বাদশ শ্রেণি চালু হয়। বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৮০০, এই বিদ্যালয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয় বৃহত্তর বজবজ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে। সাম্প্রতিক কালে জেলার সেরা পাঁচটি স্কুলের মধ্যে এটি অন্যতম।

এলাকার শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের গুরুত্ব

প্রধান শিক্ষক সুদীপ্ত বাবু বলেন, এই বিদ্যালয় একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা আজও বজবজ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের নবপ্রজন্মকে সংস্কৃতি, নৈতিক চেতনাবোধ সর্বোপরি মানুষ হওয়ার আলোক প্রভায় দীপ্ত করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। শিক্ষার্থী তৈরি করাকেই 'মানদণ্ড' হিসাবে দেখে না। বরং শৃঙ্খলাবোধ, মানবিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে একজন সার্বিক সার্থক আগামীর নাগরিক সৃষ্টিকেই এই প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্দেশ্য বলে মনে করে। বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পাঠক্রমের বাইরেও তাই এমন অনেক শিক্ষাআছে যার সাহায্যে ছাত্রছাত্রীরা দূর দূরান্তে তথা সমাজের বিভিন্ন দিশায় ছড়িয়ে পড়ে বিকিরিত হয়ে তাদের অর্জিত জ্ঞানের

আলোক, প্রথাগত শিক্ষালাভের মাধ্যমেও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় বড় জীবিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

বিদ্যালয়ের পঠনীয় বিষয় ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিকে কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিভাগ পড়ানো হয়। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শাখায় কনস্ট্রাকশন এবং বিউটি এবং ওয়েলনেস বিষয় দুটিও চালু বিষয় দুটিও চালু হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে Artificial Intelligence এবং Data Science এই দুটি বিষয় ২০২৩ সালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উন্নততর কম্পিউটার শিক্ষার জন্য ২০২২ সালে ICT Lab স্থাপিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদর শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা মেধায় শুধু নয়, শৃঙ্খলাবোধ, নৈতিকবোধ সর্বোপরি মানবিকতাবোধেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠুক– এটাই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। সমাজের কল্যাণকর্মে যেন তারা নিজেদের নিবেদিত হৃদয়ের পরিচয় দিতে পারে এমন লক্ষ্য নিয়ে বিদ্যালয় সদা সচেষ্ট। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করে চলেছে বর্তমানে দেশে বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষার্থী তাদের নিজ নিজ কর্ম প্রতিভার মধ্যে দিয়ে।

বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি

বিভিন্ন সরকারী কর্মসূচি বা প্রকল্পের যাবতীয় সুবিধাদান এবং মিড ডে মিলকে আনন্দদায়ক ও স্বাস্থ্যকর করে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রাকৃতিক ও সামাজিক সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে এবং পরিবেশকে আসন্ন বিপদমুক্ত রাখার পাঠদানও বিদ্যালয়ে করা হয়ে থাকে। তাই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচারমূলক অভিযান এবং বিদ্যালয়কে প্লাস্টিক মুক্ত করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা হয়। হৃদয়ে নারীর সুরক্ষা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি করার মানবিক শিক্ষাও এখন থেকে শিক্ষার্থীরা পেয়ে থাকে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা

প্রতিটি শ্রেণিকক্ষকে স্মার্ট ক্লাসে পরিণত করা এবং ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার স্বার্থে প্রতটি শ্রেণিকক্ষে সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয়কে আরো বেশি করে আধুনিক ও বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া একটি মূল লক্ষ্য। গ্রন্থাগার এবং বিজ্ঞানের গবেষণাগারগুলির আধুনিকীকরণ এবং একটি Science Auditorium তৈরি করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেন প্রধান শিক্ষক। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের আরো বেশি পরীক্ষা–নিরীক্ষার সুযোগ করে দেওয়া, কলা বিভাগ ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন করাও অন্যতম লক্ষ্য ও পরিকল্পনা। এছাড়া সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম তথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য Activity Club গঠন, ছাত্র কল্যাণ তহবিলকে আরো অনেক বেশি সুদৃঢ় করার চিন্তাভাবনা রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে শুরু হতে চলেছে স্কাউট এবং গাউসে প্রশিক্ষণ। বর্তমানে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং–এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী দিনে কেরিয়ার গাইডেন্স এবং মোটিভেশন ক্লাসের জন্য রাজ্য এবং দেশ–বিদেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঙ্গে যোগাযোগ করে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কর্ম জীবনের পথকে সুপ্রশস্ত করে তোলার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

পরিশেষে প্রধান শিক্ষক সুদীপ্ত কুমার মণ্ডল 'আলিপুর বার্তা'কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলন যে Man making Educationকে মূলমন্ত্র করে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে চলেছে সেই শিক্ষানীতিই এই বিদ্যালয়ের গুরুত্বকে একদিন সুদৃঢ় অবস্থান তথ শ্রেষ্ঠত্বের আসন তথা মডেল স্কুলের মান দেবে বলে মনে করা হয়। তিনি আরো বলেন, এই ঐতিহ্যশালী বিদ্যালয় তার ছাত্র শিক্ষক–অভিভাবকদের ত্রিধা বন্ধনে তথা এলাকার সকল শুভানুধ্যায়ীদের শুভকমনায় ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধির কালোত্তীর্ণ ধারা বজায় রাখতে সমর্থ হবে।

মাঙ্গলিকী

১৩ সেপ্টেম্বর এমএমএসএ জমজমাট তপন থিয়েটার

কৃষ্ণচন্দ্র দে

হেডিং – ১৩ই সেপ্টেম্বর এমএমএস এ জমজমাট তপন থিয়েটার
নবাঙ্কুর নিবেদিত নাটক এমএমএস এখন
নাটক–নাট্যরূপ–আবহ–মঞ্চ–সঙ্গীত ও নির্দেশনায় শান্তনু চক্রবর্তী

এম.এম.এস কথাটির আক্ষরিক অর্থ গুগল সার্চ করে জেনেছি যে (multi media message service) 'মাল্টি মিডিয়া মেসেজ সার্ভিস'। কিন্তু উপরোক্ত নাটকে সেটা নয়। এখানে মভ (Mov) মউ(Mou) সাম (Sam) প্রত্যেকের প্রথম অক্ষর নিয়েই MMS বা এম.এম.এস নামকরণ হয়েছে। মভ এবং সাম তারা একে অপরের বুজুম ফ্রেন্ড। সাম মভ্‌কে ভীষণ ভালোবাসে। কিন্তু মভ বিভিন্ন পুরুষের সাথে ডেটিং করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে যায়। তারা একটা স্কলারশিপ পেয়েছে আমেরিকা নাসা'র কাছ থেকে কিন্তু যাতায়াতের খরচা এবং এস্টাব্লিশমেন্ট খরচ কিছুতেই জোগাড় করতে পারছে না। মভ্‌ খরচ জোগাড়ের জন্য একটি নাচের রিয়ালিটি শো'তে যোগদান করে। কিন্তু মউ তাকে হারিয়ে দেয়। মউ আবার সামে–র ফেসবুক ফ্রেন্ড। এদিকে মউ জানতে পারে সামের বাবা একজন বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টর এবং মোটামুটি সমাজের নামজাদা কেউকেটা মানুষ। মউ সামের বাবার কাছ থেকে ফিল্মে নামার একটা সুযোগ নিতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে এবং ওরা এভাবে পরস্পরের কাছাকাছি আসে, এবং ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ে। সাম কিন্তু মভ্‌ের প্রতি ভীষণ দুর্বল এবং মভ্‌ এর সাথেই সারাজীবন থাকতে চায় এবং মভকে সেটা নির্দ্বিধায় জানিয়ে দেয়। মভ গোপনে সাম ও মউ–এর একটা ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের ভিডিও দখল করে সেটা সোসাল মিডিয়ায় আপলোড করে দেয় একটা প্রতিশোধ স্পৃহায়। এ ঘটনায় মউ ডিপ্রেশনে চলে যায় এবং নদীতে ঝাপ দিয়ে সুইসাইড করে। এবং সাম সে আঘাত সইতে পারে না, তার মানসিক বিকার দেখা যায়। মভ্‌ের আর এক লাভার রাজ মভ্‌কে ফোর্স করে সামকে ছেড়ে সে যেন আমেরিকায় চলে যায় তার স্বপ্ন সার্থক করার জন্য এবং এ ব্যাপারে রাজ এর বাবা সমস্ত খরচাপাতি স্পনসর করতে রাজি আছেন। কিন্তু মভ্‌ সুদীর্ঘ চিকিৎসায় সামকে নর্ম্যাল জীবনে ফিরিয়ে আনে। প্রায় একবছর পর মউ ফিরে আসে। রাজ–ই তার জীবন বাঁচিয়েছে, এবং বর্তমানে মউ চার চারটি ফিচার ফিল্ম–এর নায়িকা যেগুলি অতি শিঘ্রই রিলিজ হতে চলেছে। মভ্‌–এর এম.এম.এসই মউ–এর স্বপ্ন সার্থক করে তোলে। মউ তার ছবির প্রিমিয়ারে নিমন্ত্রণ করতে মভ্‌ের কাছে আসে এবং ওদিনই রাজের সাথে ওদের এনগেজমেন্ট ঘোষণা হবে। মভ্‌ চেষ্টা করে মউ এবং সামের হারানো ভালোবাসাকে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু সাম প্রত্যাখ্যান করে কারণ মউকে ছাড়া সে ভালোভাবেই বাঁচবে কিন্তু মভকে ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না। তারপরে যা হয় মধুবেন সমাপয়েৎ। এটাই মূল কাহিনী। মোট চারজনকে কেন্দ্র করেই নাটকটি এগিয়েছে। যথা মভ, মউ, সাম এবং রাজ। নাটকের প্রয়োজনে হয়তো মভ (১) মউ (১) এবং সাম (১) কে আনতে হয়েছে কিন্তু মভ্‌ চরিত্রে চন্দ্রিমা দে, মউ–এর ভূমিকায় শ্রেয়তি সাহা, সামচরিত্রে শঙ্খনাদ মল্লিক, এবং রাজ চরিত্রে মহারাজ ব্যানার্জী এরাই মুখ্যশিল্পী। প্রত্যেক শিল্পীই চরিত্র অনুযায়ী ভালো কাজের নমুনা রেখেছেন। তবে মভ চরিত্রে চন্দ্রিমা এবং সাম চরিত্রে শঙ্খনাদ অসাধারণ। তবে শ্রেয়তি কিংবা মহারাজ ব্যানার্জীকে একটুও ছোট করছি না। শান্তনু চক্রবর্তীর নির্দেশনা অত্যন্ত উচ্চমানের। আরো ভাল লেগেছে প্রায় আলো ছাড়া সব কিছুই ও একহাতে নিয়ন্ত্রণ করছে দেখে। আর যারা অভিনয়ে আছেন যথা ইন্দ্রজিৎ যাদব, অস্মিতা বিশ্বাস, অন্তিকা দত্ত অঙ্কন মণ্ডল প্রমুখেরা। আলো–বাবলু সরকার ব্যাক স্টেজে ছিলেন অঙ্কন ও সমীহা দে। মহারাজ ব্যানার্জীর কোরিওগ্রাফি মন্দ নয়। নৃত্যে – অঙ্কন, অনন্যা–সায়ন্তন, বিশ্বজিৎ, চন্দ্রিকা, অতসী, সুর্পণা, অঙ্কিতা, ইন্দ্রজিৎ, অস্মিতা, অন্বেষা, লিসা প্রমুখরা। উপসংহারে বলতে চাই নাটকটির নিরবিচ্ছিন্ন তালিম দরকার। শারীরিক পটুত্বও জরুরি। শান্তনুর টোটাল টার্ম ওয়ার্ক বেশ ভালো।

এদিন দর্শকবৃন্দ অনবদ্য স্ক্রীপ্ট, অভিনয়, নির্দেশনার ত্রিবেণীসঙ্গম প্রত্যক্ষ করলেন।

বারাসত পুর ওয়ার্ডে কৃতি ছাত্রছাত্রীসহ শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মাননা প্রদান ও রক্তদান

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসত পুরসভার ২৬নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিদ্যাসাগর সভাকক্ষে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান সহ রক্তদান উৎসব আয়োজিত হয়। দুই দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, উপপুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত, সিআইসি চম্পক দাস, কাউন্সিলর সমীর কুণ্ডু, আহ্বায়ক পঙ্কজ কুমার পাল, লিঙ্কন মল্লিক, সোহম পাল, সিআইসি অরুণ ভৌমিক, কাউন্সিলর সিআইসি অভিজিৎ নাগ চৌধুরী। দুদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন ৬০ জন। এছাড়াও

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ৬৯ জন কৃতি ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মোট ৭১ জন শিক্ষক–শিক্ষিকাকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। সকলের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও অশনি মুখোপাধ্যায়। সাংসদ বলেন, 'শিক্ষা ছাড়া সমাজ চলে না। জীবনে অনেক পরীক্ষা আসবে ছাত্রছাত্রীদের। তা থেকেই তাদের শিক্ষা নিতে হবে। অভিভাবক রক্ত জল করে ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলেন। পরে দেখা যায়, সেই ছেলে মেয়েরা তাদের বাবা–মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়। এটা দুঃখজনক।' পুরপ্রধান বলেন, 'শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই। আর এই শিক্ষাকে পাথেয় করেই জীবনে উন্নতি সাধন করতে হয়। পাশাপাশি অন্যকে সম্মানে করা শিখতে হবে। তবেই সম্মান লাভ করা যায়।

কাটোয়া প্রেস ক্লাবের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা প্রেস ক্লাব ৩০ বছর অতিক্রম করল। সেই উপলক্ষ্যে ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় কাটোয়া শহরে সংহতি মঞ্চে একটি জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একইসঙ্গে এদিনের অনুষ্ঠানে গুণীজন সংবর্ধনা জ্ঞাপন সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। কাটোয়ার সংবাদ জগতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এলাকার প্রবীণ বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে এদিন সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কাটোয়ার জনপ্রিয় পাক্ষিক 'ধুলামন্দির' পত্রিকার সম্পাদক তথা প্রবীণ সাংবাদিক দীপ্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। করোনাকালে প্রতিনিয়ত মানুষের পাশে

থাকায় কাটোয়ার পুলিশ–প্রশাসন, মহকুমা হাসপাতাল, পুরসভা কর্তৃপক্ষের অবদানকেও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে কাটোয়া মহকুমা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে এদিন বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে গানের ডালি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন জনপ্রিয় শিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র এবং গৌতম ঘোষ।এদিন শিল্পীদের হাতেও স্মারক তুলে দিয়ে সম্মান জানান উদ্যোক্তারা।সংস্থার সম্পাদক রাণা দাস বলেন, কাটোয়া মহকুমা প্রেস ক্লাব নিজেদের দায়িত্ব ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। তাই সকলকে নিয়েই এই ছোট্ট অনুষ্ঠান এবং কোভিডের সময় যারা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদের সম্মান জানাতে পেরে কাটোয়া মহকুমা প্রেস ক্লাব গর্বিত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার এসডিপিও কৌশিক বসাক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, পুরচেয়ারম্যান সমীরকুমার সাহা প্রমুখ বিশিষ্টজন।

আন্তর্জাতিক নদী দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার পশ্চিমবঙ্গ প্রকৃতি পরিষদের উদ্যোগে বাগনানের মানকর ও কোলাঘাটে রূপনারায়ণ নদীর ধারে আন্তর্জাতিক নদী দিবস পালিত হল। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমতাবেড়ের বাড়ির কাছেই। সংগঠনের সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু বলেন, একসময় নদী আন্দোলনে গুজরাটের মেধা পাটেকর নর্মদা নদী বাঁচাও শ্লোগান তোলেন। তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে এই রাজ্যে মেধা পাটেকর পদযাত্রা করেন। আর কয়েকদিন পরই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। কিন্তু নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার রীতিনীতির পর নদী দূষিত হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই প্রায় সব নদীগুলি মজে গিয়েছে। কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ারের ছাই ও কেমিক্যাল নদীর জলে মিশে আর দূষিত করে দিচ্ছে। রূপনারায়ণ নদীতে এখন বাঙালির রসনার ইলিশের আর সেভাবে দেখা মিলছে না। এতে কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে। কৃষকেরা ফসল ফলন করতে পারছে না এই উপলক্ষে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপণ নদী পরিষ্কার ও সচেতনতা করা হয়। সমাজসেবী চন্দ্রনাথ বাবু সারাবছর বই ও গাছ বিলি করে থাকেন। এজন্য তাঁকে সকলেই বই কাকু বলেন।

একদিনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান

সোমনাথ পাল : রামপুর সুর ও বাণী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাঁকুড়ার সোনামুখী সংস্কৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হল একদিনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারাকে আগামী প্রজন্মের কাছে উৎসাহিত করাই ছিল এই সঙ্গীত অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। শুরুতে ছাত্র ছাত্রীরা সঙ্গীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী পণ্ডিত কৌশিক ভট্টাচার্যের সঙ্গীত। তিনি প্রথমে রাগ 'চারুকেশী' পরিবেশন করেন। তারপর ভৈরবী ঠুমরি দিয়ে তিনি তাঁর নিবেদন সমাপ্তি করেন। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন তবলায় প্রফেসর নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

হারমনিয়ামে সৌরভ মাইতি এবং তানপুরায় ঝুমা মালিক। অনুষ্ঠানের শেষে পণ্ডিত বিপ্লব ভট্টাচার্যের তবলা লহরা পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে এই সঙ্গীত সন্ধ্যার সমাপ্ত হয়।

মঙ্গলদীপ সাহিত্য পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠান

মলয় সুর : শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল সভাগৃহে রবিবার ১৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলদীপ সাহিত্য পত্রিকার বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১০০ কবি, সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন।

বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বাংলা সিরিয়াল ও চলচিত্র জগতের অভিনেতা ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক নলিনী বেরা, অভিনেতা বিশ্বজিৎ দত্ত, অনুষ্ঠান পরিচালক সামসের মল্লিক, বিশ্ব বঙ্গীয় সাহিত্য কলা আকাদেমির সভাপতি সঞ্জয় কুমার মুখোপাধ্যায়, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের উত্তরসুরী কবি মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক গবেষক ও ইতিহাসবিদ ডঃ সর্বজিৎ যশ, অধ্যাপক ড. তপন কুমার বালা। উদ্যোক্তা সম্পাদক সুরজিৎ কোলে ও সহ সম্পাদক ডঃ অর্ণব দত্তের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মঙ্গলদীপ সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যা কাশফুল মঞ্চে প্রকাশিত হয়। ওই দিন বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার ড. অর্ণব দত্ত ও ড. সহদেব দোলুই সম্পাদিত আগমনী এবং ড. সহদেব দোলুই সম্পাদিতএকক কাব্যগ্রন্থ আটকাহন–এর মোড়ক উন্মোচন হয়।

উত্তরবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিক ড. দীপ্তি মুখার্জী, ড. প্রবীর রায় ও রাবীন্দ্রিক গবেষক ও সাহিত্যিক ড. সমীর শীল হাজির ছিলেন অনুষ্ঠানে। কথা সাহিত্যিকদের বঙ্গ সাহিত্য রত্ন বঙ্গ, সাহিত্য গৌরব, সম্মান, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সম্মান, মাদার টেরিজা সম্মান, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সম্মান ইত্যাদি প্রদান করা হয়। পরিশেষে রিষড়ার মডার্ন ড্রয়িং স্কুলের ছোট চিত্রশিল্পী তার নিজের আঁকা অসাধারণ ছবি তুলে দেন অভিনেতা ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ের হাতে।

কাটোয়া 'জাগরী'র বাৎসরিক অনুষ্ঠান

দেবাশিস রায়: ২৪ সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় বিপুল উৎসাহের পাশাপাশি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাটোয়া জাগরী'র ২৮ তম বর্ষ উদযাপিত হল কাটোয়া শহরের সংহতি মঞ্চে। সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য সহ বাংলার ঐতিহ্যবাহী সুস্থ সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে একসময় কাটোয়া 'জাগরী'র যে বীজ বপন করা হয়েছিল তা বর্তমানে মহীরুহে পরিণত। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার এই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সুনাম এখন শহর, জেলা এবং রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এদিন সেই সংস্থাই গুণীজন সংবর্ধনা সহ গণসঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে আরও একবার শহরবাসীর নজর কেড়ে নিল। এদিন সংস্থার পক্ষ থেকে কাটোয়ার বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক তথা কবি গোবিন্দরাম মান্না, প্রবীণ সাংবাদিক দীপ্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট নাগরিক তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মৃদুলময় শর্মা সামন্ত এবং দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। সংস্থার সম্পাদক অপূর্ব চক্রবর্তী বলেন, সকলের ভালোবাসা পাথেয় করে কাটোয়া জাগরী এগিয়ে চলেছে। সুস্থ সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষায় আমরা মানুষের কাছে দায়বদ্ধ।

রানী রাসমণি স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যাঁকে সম্বোধন করতেন রানী মা বলে, সেই মহীয়সী, তেজস্বিনী, ভক্তিমতি রানী রাসমণির পুণ্য জীবন নিয়ে প্রখ্যাত অধ্যাপক, চলচ্চিত্রাভিনেতা, গায়ক, লেখক ড. শঙ্কর ঘোষ গত বুধবার সন্ধ্যায় পরিবেশন করলেন পুন্য জীবন কথা। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অভেদানন্দ মঞ্চে ভক্ত মন্ডলীর সামনে এক ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে শিল্পী তুলে ধরলেন রানী রাসমণির জীবনের উল্লেখযোগ্য নানান ঘটনা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে রানী রাসমণির মধুর সম্পর্কের দিকটিও শিল্পী সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন ভক্তদের সামনে।

বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী তাঁর মধুর কণ্ঠে বেশ কিছু ভক্তিগীতি পরিবেশন করলেন। সেই তালিকায় ছিল আনো মা আনন্দময়ী আনন্দেরই সুর, গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি, সকলি তোমারি ইচ্ছা, ডুব দেরে মন কালি বলে, মাকে আমার দাওনা এনে, ধন্য তুমি রাসমণি প্রভৃতি গানগুলি। ভক্ত শ্রোতারা তখন মুগ্ধ। শিল্পীকে তবলা ও শ্রীখোলে সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস। ইউটিউবে এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত করা হয়েছে।

আলিপুরে সৃষ্টিশ্রী মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ সেপ্টেম্বর আলিপুরে মহিলাদের আসন্ন দূর্গা উৎসব উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। নারী শক্তিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য উৎসাহিত এই মেলার আয়োজন। ১০ দিনব্যাপী এই মেলা চলবে বলে জানিয়েছে মেলা কর্তৃপক্ষ। এই অনুষ্ঠানের শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক পুরুষ মহিলাদের জন্য পাঞ্জাবি রূপসজ্জা সমস্ত রকমই গয়নার সংগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। শুধু জামা কাপড় বা রূপচর্চা নয়, বিভিন্ন রকম পুতুলের সমাহার দেখা যাবে এই মেলায়। মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পূর্ব বিধায়ক বিভাস সরদার, সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী, সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত মালি সহ জেলা পরিষদের বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষরা।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ সেপ্টেম্বর শেষ হল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার স্কুল থিয়েটার ওয়ার্কশপ। গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ছাত্র কল্যাণ বিদ্যাপীঠ স্কুলে এই নাট্য কর্মশালা শুরু হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কমলকৃষ্ণ পাইক, ছিলেন পলাশ মণ্ডল, পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য। শিশুদের সুর, তাল ছন্দ মনোসংযোগ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন খেলার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের ছেলেবেলার গল্প নিয়ে দুটি নাটক তৈরি হয়। শেষদিনে বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন নিরেশ ভৌমিক,

পাঁচুগোপাল হাজরা, বিদ্যালয়ের সভাপতি সমীর ঘোষ, প্রধান শিক্ষক কমলকৃষ্ণ পাইক, সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সকল গুণীজনদের সংস্থার পক্ষ থেকে স্মারক সম্মানিত করা হয়। বক্তব্য রাখেন নীরেশ ভৌমিক, পাঁচুগোপাল হাজরা, সমীর ঘোষ, প্রধান শিক্ষক কমলকৃষ্ণ পাইক, প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। পরিবেশিত

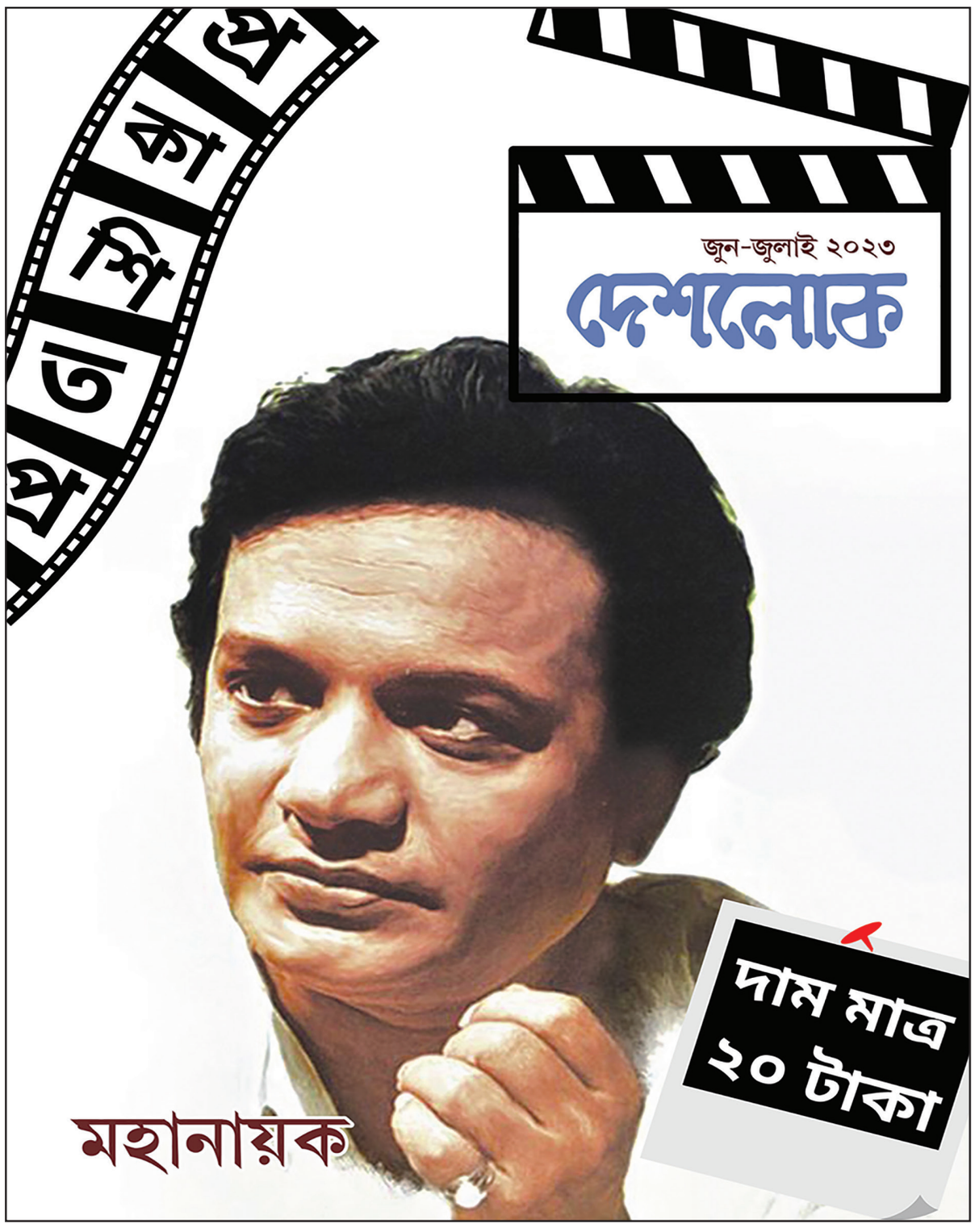

আঁতস কাঁচে

কলকাতা ম্যারাথন

আগামী ১৭ ডিসেম্বর কলকাতার বুকে হবে টাটা স্টিল ২৫ কে কলকাতা ম্যারাথন। এবারের স্লোগান আমার কলকাতা আমার রান। কলকাতার এক পাঁচ তারা হোটেলে মেগা ম্যারাথনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উজ্জ্বল উপস্থিত ছিল টলিউড অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন টাটা স্টিলের কর্পোরেট সার্ভিসের সহ সভাপতি চাণক্য চৌধুরি, অভিনেত্রী কৌশানি মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক ও কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীথ গোয়েল, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, রাজ্য অ্যাথেলিট অ্যাসোসিয়েশনের কমল মিত্র সহ প্রমুখ।

ইস্টবেঙ্গলের ১০ গোল

১০ গোল দিয়ে জয়। চলতি কলকাতা লিগে ইতিহাস। শেষ কবে কলকাতা লিগে একটা দল এত গোলে জিতেছিল সেটা মনে করা কার্যত অসম্ভব। আইএসএলে জামশেদপুর ম্যাচ ড্র করলেও মঙ্গলবার কলকাতা লিগে ঘরের মাঠে সুপার সিক্সের ম্যাচে খিদিরপুরকে ১০–১ গোলে হারালো ইস্টবেঙ্গল। এর আগে ১৯৪৯ সালে শেষবার ইস্টবেঙ্গল কলকাতা লিগে ১০ গোল দিয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ৪ গোল বিষ্ণু পিভির, হ্যাটট্রিক মহিতোষ রায়ের। জোড়া গোল ভিপি সুহেরের। অন্য গোলটি জেসিন টিকের।

কঠিন গ্রুপে বাংলা

আসন্ন ২০২৩–২৪ মরসুমের সন্তোষ ট্রফির গ্রুপ ঘোষণা করলো অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। এবার মূলপর্বের আসর অনুষ্ঠিত হবে অরুণাচল প্রদেশে। ৬ থেকে ২০ অক্টোবর উইন্ডোতেই খেলা হবে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ। এবারেও সেমিফাইনাল আর ফাইনাল সম্ভবত সৌদি আরবেই হবে। বেশ কঠিন গ্রুপেই পড়েছে বাংলা দল। পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ বাংলা রয়েছে গ্রুপ বি–তে। বাংলার গ্রুপে পঞ্জাব, হরিয়ানার মতো কঠিন প্রতিপক্ষ রয়েছে। একইসঙ্গে ওড়িশা, দিল্লী, লাদাখও আছে। শেষবার ২০১৭ সালে সন্তোষ ট্রফি জয় করে বাংলা। তবে কোচ রঞ্জন চৌধুরী ট্রফির স্বপ্ন দেখছেন।

এগোচ্ছে মহমেডান

খেতাবের সঙ্গে দূরত্ব ক্রমশ কমছে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের। কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে থাকা ডায়মন্ড হারবারকে ২–০ গোলে হারাল সাদা কালো ব্রিগেড। গোল করেন ওয়াহেংব্যাম আঙ্গুসানা এবং ডেভিড লালানসঙ্গা। কলকাতা লিগে ২০তম গোল আইজলের স্ট্রাইকারের। ১৬ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট মহমেডানের। তবে চ্যাম্পিয়নশিপ এখনও নিশ্চিত নয় কলকাতার তৃতীয় প্রধানের।

ফিরলেন রিচা

বাড়ি ফিরলেন এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ী রিচা ঘোষ। নিজের শহর শিলিগুড়িতে ফিরতেই সংবর্ধনায় ভাসলো রিচা। বাগডোগরা বিমানবন্দরে রিচাকে স্বাগত জানাতে তার বাবা ছাড়াও অসংখ্য ক্রীড়া প্রেমী উপস্থিত ছিলেন। বিমানবন্দরে রিচাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে শহরে স্বাগত জানানো হয় তাকে। রিচা ঘোষ জানান, এশিয়ান গেমসে সোনা জিতে ভালো লাগছে। তবে ফাইনাল খেলা টাফ ছিল। আগামী টার্গেট বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সোনা জয় করা।

মণিপুরকে উৎসর্গ

সোনার লক্ষ্যে নেমেছিলেন। কিন্তু সোনালি মুহূর্ত তৈরি করতে পারলেন না। রুপোতেই সন্তুষ্ট হতে হল মণিপুরের উসু প্লেয়ার রোশিবিনা দেবীকে। এশিয়ান গেমসে রুপো আনলেন রোশিবিনা দেবী। মণিপুর এখনও অশান্ত। রোশিবিনা বলেছেন, 'সোনা হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ রয়েছে ঠিকই, তবে রুপো পেয়ে ভালোই লাগছে। এই পদক আমি আমার রাজ্য মণিপুরকে উৎসর্গ করছি।'

বিশ্বকাপ জয়ের পর এশিয়ান গেমসে সোনা ইতিহাসের পাতায় চুঁচুড়ার মেয়ে তিতাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : জন্মদিনের আগাম উপহার হিসেবে দেশকে সোনা এনে দিলেন হুগলি জেলার মেয়ে ১৯ বছরের তিতাস সাধু। মাত্র কয়েকমাস আগের কথা। বিশ্বকাপের ফাইনালে তাঁর আগুনে বোলিংয়ে বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছিল ভারত। এবার এশিয়ান গেমসেও সোনা জয়ের স্বাদ ভারতকে এনে দিল তিতাসের আগুনে বোলিং। দুই ওপেনার চামারি আতাপাত্তু ও অনুষ্কা সঞ্জীবনীকে প্রথম ওভারের প্রথম এবং চতুর্থ বলে ফিরিয়ে দেন তিতাস। তারপর ফিরিয়ে দেন ভীষ্মী গুণরত্নকে। ৩ ওভার বল করে মাত্র ২ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নেন। সব মিলিয়ে ৪ ওভার বল করে ৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন। তারমধ্যে রয়েছে একটি মেডেন। অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলা বিশ্বকাপেও এমনই স্পেল করেছিলেন তিতাস। বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪ ওভার বল করে ৬ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে কোনও বাঙালি ম্যাচের সেরা পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেন। মেয়েদের আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলেন। ইমার্জিং এশিয়া কাপে ভারতের 'এ' দলে ডাক পান। সেখানেও সফল হন। ফাইনালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২.২ ওভার বল করে ১৪ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন। এবার সিনিয়র দলে সুযোগ পেয়েই এশিয়ান গেমসে দেশকে সোনা এনে দিলেন। প্রথমবার সিনিয়র জাতীয় দলের জার্সি গায়ে খেলতে নেমে সেমিফাইনালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১০ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছিলেন। এরপর ফাইনালে এরকম অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স। তাঁর অসামান্য বোলিংয়েই এশিয়ান গেমসে অভিষেকেই সোনা জিতল ভারতীয় মহিলা দল। তিনি বল হাতে নেমেছেন, অথচ উইকেট পাবেন না, এমন এ'বছরের কোনও ম্যাচেই দেখা যায়নি। বোর্ড সচিব জয় শাহ এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের জন্য ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে শুভেচ্ছা জানালেন। আর আলাদা করে প্রশংসা করলেন তিতাস সাধুর। শুভেচ্ছা জানান বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। তিতাসের বাবা রণদীপ সাধু নিজেও ছিলেন অ্যাথলিট। কাকা–কাকিমাও খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত। ছোট থেকেই খেলার পরিবেশে বড় হয়েছেন তিতাস। প্রথমে দৌড়তেন। তারপর কিছু দিন সাঁতার। ক্রীড়াবিদের মেয়ে বাইশ গজের প্রতি আলাদা টান অনুভব করত। তিতাসের ক্রিকেট প্রতিভা প্রথম নজরে পড়ে বাংলার রঞ্জি দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রিয়ঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের। তারপর থেকেই গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন তিনি। মহিলা ক্রিকেটার হলেও তিতাসকে নিয়মিত ছেলেদের সঙ্গে খেলাতেন কোচ। তিতাসের বাবা, মেয়ের এমন সাফল্যে বলেন, 'পরিশ্রম ও সাধনার ফল। ও কখনও অল্পতে সন্তুষ্ট হয় না। এশিয়ান গেমসে যাওয়ার আগে কঠোর অনুশীলন করেছিল। ঠিকই করে রেখেছিল, সিনিয়র দলে সুযোগ পেলে তা কাজে লাগাবে। কারণ, প্রথম একাদশে নিশ্চিত ছিল না তিতাসের। সাফল্য এনে দিয়েছে দেখে ভাল লাগছে।' বাবা মনে করেন, এখান থেকেই মেয়ের লড়াই শুরু। চান, দেশের হয়ে তিতাস ১০০টি ম্যাচ খেলুক। রণদীপ বলেন, 'ভারতের জার্সি পরে খেলা সবারই লক্ষ্য থাকে। কিন্তু এখানেই সব শেষ নয়। এখান থেকেই লড়াই শুরু। ভারতের জার্সিতে দেশকে এশিয়ান গেমস জিতিয়েছে। আমি চাই ভারতের হয়ে ১০০ ম্যাচ খেলার লক্ষ্য নিয়ে এগোক তিতাস।' এশিয়ান গেমসের ফাইনালে মেয়ের খেলা নিজের কর্মস্থানে বসে দেখেন তিতাসের বাবা রণদীপ। আন্তর্জাতিক মঞ্চে মেয়ের সাফল্যে গর্বিত তিনি।

চন্দননগর মেরিনার্সের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

মলয় সুর : রবিবার চন্দননগর মেরিনার্সের উদ্যোগে সপ্তম বর্ষে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির চন্দননগর ঐতিহাসিক স্ট্যান্ড সংলগ্ন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন হলে (আইএমএ) অনুষ্ঠিত হয়। সকালে রক্তদান শিবিরটি উদ্বোধন করেন চন্দননগর পৌরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী। শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতাল থেকে রক্তসংগ্রহ করতে আসেন। এতে ৪০ জন রক্তদান করেন। গ্রীষ্মকালীন রক্তসংকট মেটাতেই এই রক্তদান কর্মসূচি। মেরিনার্সের সেক্রেটারি অমিত ঘোষ বলেন দুবছর করোনা পরিস্থিতির ঢেউয়ের জন্য খুবই খারাপ সময়ের মধ্যে যেতে হয়েছে। এস সময়টা নির্মূল করে কাটিয়ে উঠে আবার নতুন উদ্যোগে এগিয়ে চলার অঙ্গীকারের চেষ্টা করছি। চন্দননগর মেরিনার্সের পক্ষ থেকে প্রত্যেক রক্তদাতাদের একটি গাছের চারা, গোলাপফুল ও স্মারক তুলে দেওয়া হয়। এদিন মহানাগরিক রাম চক্রবর্তীকে আজীবন সদস্য পদ দেওয়া হয়। এই মহৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার কৃষ্ণ গোপাল চৌধুরী, প্রাক্তন গোলকিপার প্রশিক্ষক হেমন্ত ডোরা, চন্দননগর পৌরনিগমের কাউন্সিলার শুভজিৎ সাউ, অভিজিৎ সেন ও পীযূষ বিশ্বাস। এছাড়া ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের টেনিস সেক্রেটারি সন্দীপন ব্যানার্জী। অ্যাথলেটিক্স সেক্রেটারি দেবাশিত মিত্র এবং আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলনে স্বর্ণপদক জয়ী সুমিত মুখার্জী। উল্লেখযোগ্য মোহনবাগান সচিব দেবাশিষ দত্ত বলেন, তাদের আদি বাড়ি চন্দননগর বুড়ো শিবতলায়। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরে রয়েছেন। ভিডিয়ো মারফত প্রত্যেক মেরিনার্সকে শুভেচ্ছা ও ভালবাসা দেন।

একশো পঁচিশ বছরে পানিহাটি স্পোর্টিং ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪পরগনা জেলার গর্বের পানিহাটি স্পোর্টিং ক্লাব। দেখতে দেখতে ১২৫ বছরে পদার্পণ করেছে এই ক্লাব। ফুটবল থেকে ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক্স থেকে সাঁতার সহ অন্যান্য ইভেন্টে নজর কেড়েছে ক্লাব। পানিহাটি স্পোর্টিং ক্লাব বলতেই তারকা ফুটবলার সনৎ শেঠ ও স্বরাজ ঘোষের নামটা ভেসে আসে। এই মাঠ থেকে আরও অনেক খেলোয়াড় উঠে এসেছেন। সারা বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়িত করা হবে বলে জানান সচিব রাজর্ষি। প্রদর্শনী ম্যাচে প্রাক্তন ফুটবলাররা অংশ নেন। খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হোন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, প্রাক্তন ফুটবলার স্বপন সেনগুপ্ত, ভাস্কর গাঙ্গুলি, শিশির গুহ নিয়োগী সহ অন্যরা। ম্যাচে অংশ নেন তারকা ফুটবলার রঞ্জিত মুখার্জি, লালকমল ভৌমিক,সজল দাস, সন্দীপ মুন্সি, জগদীশ ঘোষ, শক্তি মিত্র সহ আরও অনেকে। খেললেন খড়দহ থানার ওসি রাজকুমার সরকার। খেলায় পানিহাটি স্পোর্টিং ক্লাব একাদশ ৪–১ গোলে উত্তর ২৪পরগনা জেলা একাদশকে হারিয়ে দেয়। পানিহাটির হয়ে গোল করেন রাজকুমার সরকার (২), অমিত দাস ও শোভন চক্রবর্তী। জেলা একাদশের গোলটি করেন গোপাল দাস।

নেপালের বাহাদুরিতে ১ ম্যাচেই সব টি২০ রেকর্ডই যেন ভেঙে গেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেপাল ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। বারবারই ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হতে হয় সেই দেশকে। সেই দেশই কিনা গোটা বিশ্বে কম্প তুলে দিল! এশিয়ান গেমসে ধুন্ধুমার ব্যাটিং আর বোলিংয়ে তছনছ হয়ে গেল বিশ্ব ক্রিকেটের সব রেকর্ড। মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে একাধিক রেকর্ড গড়ে জয় পেল নেপাল। এভারেস্ট চূড়ায় পৌঁছনোর মতই টি২০তে রান তুলে বাহাদুরি দেখাল এই দেশ। ইতিহাসের প্রথম দল হিসেবে নেপালিরা ২০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩০০ রানের মাইলস্টোন টপকাল। চিনের হাংঝাউতে মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে ৩ উইকেটে ৩১৪ রান তোলে নেপাল। ২৭৩ রানের জয়ে আন্তর্জাতিক টি২০তে রানের হিসাবে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জিতেছে হিমালয়ের দেশটি। এবার রেকর্ডের খতিয়ানে আসা যাক। সর্বাধিক রান গড়ার রেকর্ডটা ছিল আফগানিস্তানের। ২০১৯ সালে দেরাদুনে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ উইকেটে ২৭৮ রান তুলেছিল আফগানরা। নেপাল ৩০০ রানের গণ্ডী প্রথমবার তো পেরিয়েছেন, আফগানদের রেকর্ড ভেঙে পৌঁছেছে ৩১৪ রানে। মঙ্গোলিয়া সাত তাড়াতাড়ি গুটিয়ে যাওয়ায়, সবচেয়ে বেশি ব্যবধানে জয়ও পেয়েছে নেপালিরা। এর আগে এই রেকর্ডটি ছিল চেক প্রজাতন্ত্রের দখলে। ২০১৯ সালে তুরস্ককে ২৫৭ রানে হারিয়ে ছিল দলটি। ব্যক্তিগত রেকর্ডও হয়েছে এই ম্যাচে। টি২০তে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা এখন নেপালের ব্যাটার কুশল মাল্লার দখলে। নিজেদের ইনিংসের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে ব্যাটিং করতে নেমে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছেন বাঁহাতি এই ব্যাটার। ৩৪ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন তিনি। তার বিধ্বংসী ইনিংসটি শেষ পর্যন্ত থেমেছে ৫০ বলে ১৩৭ রানে। ইনিংসটি সাজিয়েছিলেন ৮ চার ও ১২ ছক্কায়। ভারতের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা ও দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিড মিলারের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন তিনি। রোহিত ও মিলার ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন।

আর আন্তর্জাতিক টি২০তে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ডটি চলে গেল নেপালের আরেক ব্যাটার দীপেন্দ্র সিংয়ের দখলে। মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ১০ বলে ফিফটি করেছেন তিনি। তাতে ৮ ছক্কা হাঁকান। আগের রেকর্ডটা ছিল ভারতের যুবরাজ সিংয়ের দখলে। ২০০৭ সালের টি২০ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১২ বলে ফিফটি করেছিলেন যুবি। দীপেন্দ্রর স্ট্রাইক রেট ৫২০। যা টি২০ ইতিহাসে আর কেউ কোনও ইনিংসে করে দেখাতে পারেননি। আন্তর্জাতিক টি২০তে তৃতীয় উইকেটে সর্বোচ্চ জুটি এখন কুশল মাল্লা ও রোহিত পৌডেলের (১৯৩)। তাতে ভেঙেছে জিল্যান্ডের গ্লেন ফিলিপস ও ডেভন কনওয়ের ১৮৪ রানের জুটি। তা ২০২০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে করেছিলেন তারা। এই ইনিংস খেলতে মোট ২৬টা ছয় মারেন নেপালি ক্রিকেটাররা। সেটাও টি২০ ক্রিকেটে এক ইনিংসে রেকর্ড ছক্কা।

দ্বিতীয় ডিভিশনে উঠল শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ এক যুগ পর। ১২ বছর পর কলকাতা লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে উঠল শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং। একটা সময় প্রয়াত রঞ্জিত গুপ্তর সময় এই ভিক্টোরিয়া ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলেছে। ২০০৮–'০৯ মরসুমে ভিক্টোরিয়া ক্লাবের দখল নিয়ে রঞ্জিত গুপ্ত ও সমীর দাশগুপ্তর লড়াই পৌঁছে গিয়েছিল আদালতে। সেই বছর মাঠে দল নামানো নিয়ে বিস্তর ঝামেলা হয়। কিন্তু আইএফএ'এর তৎকালীন সচিব উৎপল গাঙ্গুলির সময় ২০০৯–'১০ মরসুমে ভিক্টোরিয়াকে তৃতীয় ডিভিশনে নামিয়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই টানা ১২ বছর ধরে কলকাতা লিগের তৃতীয় ডিভিশনে খেলে আসছিল ১২০ বছরের ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব। এই ১২ বছরে ক্লাবের সচিব বদলেছে। একে একে প্রয়াত হয়েছেন রঞ্জিত গুপ্ত, সমীর দাশগুপ্ত। পরবর্তীকালে সচিব পদে এসেছিলেন শেখর মুখার্জি ও সমীর সরকার (যুগ্ম)। এখন ভিক্টোরিয়ার বর্তমান সচিব মইনুদ্দিন মুখসুদ। তৃতীয় ডিভিশনের গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে ব্যাতোরের সঙ্গে ড্র করলেই দ্বিতীয় ডিভিশনে উঠবে এই পরিস্থিতিতে মাঠে নেমেছিলেন ভিক্টোরিয়ার ফুটবলাররা। কিন্তু ড্র নয়, ব্যাতোরকে ১–০ গোলে হারিয়ে গ্রুপে রানার্স হয়ে দ্বিতীয় ডিভিশনে পৌঁছে গেল ভিক্টোরিয়া। একইদিনে গরলগাছাকে ২–১ গোলে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্বিতীয় ডিভিশনে উঠল সোনারপুর ওয়াইএমএসএ ক্লাব।

প্রথম ম্যাচে জয় অধরা ইস্টবেঙ্গলের, জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত কয়েকবছর যে ইস্টবেঙ্গলকে আইএসএলে দেখা গিয়েছিল, প্রথম ম্যাচে তার অন্য ছবি দেখা গেল না। নতুন কোচ এসেছে ঠিকই, নতুন করেই দল হয়েছে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল আছে যেন সেই তিমিরেই। অগোছালো ফুটবল, পরিকল্পনার অভাব, গোল মিসের বহর, সেই এক ছবি দেখে হতাশ লাল হলুদ সমর্থকরা। যুবভারতীতে জামশেদপুরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল লাল হলুদ। চার বছরে জয় দিয়ে শুরু করতে পারল না কলকাতার এই প্রধান দল। ফলে মিথ ভাঙল না। রাত ৮ টায় ম্যাচ শুরু। কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন, অফিস করে রাতে হয়তো বেশি লোক আসবে। ইস্টবেঙ্গল আগাম বুঝেই পরিবহন বাড়ানোর আর্জি জানিয়েছিল। কিন্তু ৬০ হাজারের যুবভারতীতে হাজার দশেকের বেশি লোক হয়নি। তাও ম্যাচ শেষের আগেই অর্দ্ধেক ফাঁকা। নতুন মরসুমের প্রথম ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে হল লাল হলুদকে। প্রথমার্ধে যাও বা কিছুটা ভাল খেলার তাগিদ দেখা যায় দুই দলের মধ্যে, দ্বিতীয়ার্ধে তেমন কিছুই দেখা যায়নি। প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল তিনটি শট গোলে রাখে। জামশেদপুরের একটি শট ছিল গোলে। দ্বিতীয়ার্ধে কোনও দলই কোনও শট গোলে রাখতে পারেনি। একের পর এক লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন দুই দলের ফুটবলাররা। এদিন ক্লেটন সিলভাকে দলের বাইরে রেখেই প্রথম এগারো নামান ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লস কুয়াদ্রাত। তিনি দ্বিতীয়ার্ধে নেমে একেবারেই কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেননি। বিদেশি ডিফেন্ডার জর্ডন এলসে ডুরান্ড ফাইনালে চোট পেয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাইরে। রক্ষণে বাড়তি ভরসা প্রয়োজন ছিল। অধিনায়ক হরমনজ্যোৎ খাবরাকে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার পজিশনে ব্যবহার করেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। এদিন চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি মহেশ, নন্দকুমারকেও। এখনও সম্পূর্ণ ফিট হয়ে উঠতে পারেননি খাবরা, সৌভিকরা। ম্যাচের শেষদিকে গোল পেতে পারত জামশেদপুর।

বাংলা মহিলা ফুটবলে রানার্স বঙ্গ কন্যা রিমাকে সংবর্ধনা কলোনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাব জুনিয়র (অনূর্ধ ১৪)জাতীয় মহিলা ফুটবলে বাংলা রানার্স দলের বঙ্গকন্যা সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া নববারাকপুর নিবাসী রিমা হালদারকে বুধবার দুপুরে নববারাকপুর কলোনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মনিকা ঘোষ বিশ্বাস, পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা পুর প্রতিনিধি হৃষিকেশ রায়, প্রবীণ সদস্য সন্দীপ মিত্র ফুলের তোড়া, মিষ্টির প্যাকেট প্রীতি উপহার তৎসহ আর্থিক সহায়তা করে নববারাকপুরের ও বিদ্যালয়ের গর্ব রিমা হালদারকে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মনিকা ঘোষ বিশ্বাস জানান রিমা হালদার কলোনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির কৃতী ছাত্রী। পাশাপাশি সাব জুনিয়র জাতীয় মহিলা ফুটবলে বাংলা দলে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলা দল রানার্স আপ হয়েছে। বিদ্যালয়ের নয় সারা বাংলার গর্ব। দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে নববারাকপুরে বঙ্গকন্যা রিমা। আমরা গর্বিত ও আনন্দিত এই সুসংবাদে। তার এই বিরাট সফলতাকে উৎসাহিত করতে বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য সহ শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে রিমাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ভালো করে পড়াশোনা করে এগিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি ভালো খেলে শুধু বাংলা নয় দেশের ও ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে আশাবাদী।

বহরমপুরে অ্যাকোয়াটিক স্পোর্টস

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। জীবনের এই মূল মন্ত্রকে খুদেদের মজ্জাগত করতে এগিয়ে এল বহরমপুর সুইমিং ক্লাব।সম্প্রতি হয়ে গেল ৪৫ তম অ্যাকোয়াটিক স্পোর্টস। বহরমপুর সুইমিং ক্লাবের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই সকলে। নানা ক্যাটাগরিতে আয়োজিত হয় সাঁতার প্রতিযোগিতা। একদম বিগিনার লেভেলের অর্থাৎ ইউ কেজি থেকে শুরু করে ক্লাস ফোরের বাচ্চারা ছাড়াও এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে আডভান্স লেভেলের সাঁতারুরা। বহরমপুরের নানান স্কুল থেকে ছোট্ট ছোট্ট পড়ুয়ারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

এবার পুজোয় শারদীয় আলিপুর বার্তা

কবিতা লিখছেন

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, শ্যামলকুমার সেন, পার্থসারথি ঘোষ ও আরও অনেকে

প্রবন্ধ লিখেছেন

ড. দীপককুমার বড় পন্ডা, উমা শঙ্কর দাস, ড. জয়ন্ত চৌধুরী, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

রম্য রচনা সুকুমার মণ্ডল

বিভিন্ন স্বাদের গল্পে প্রণব গুহ, অরিন্দম আচার্য, দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অশোকা পাঠক, নির্মল গোস্বামী সহ আরও অনেকে

সুপ্রিয়া দেবীকে স্মরণ : ড. শঙ্কর ঘোষ

মহম্মদ হাবিবের স্মৃতিচারণায় অভিমন্যু দাস

এখনি বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com